অঙ্গারপর্ণী

বনফুল

MAHARaja ... Library
18.12.55
Agartala

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দাম দেড় টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ

কবি, কথা-সাহিত্যিক, রসস্রষ্টা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেমাস্পদেষু—

ফন্দী করি কবিতারে বন্দী করি ছন্দের শৃঙ্খলে
মনোরথে উড়াইয়া আনিয়াছি সাহিত্য-কাননে,
রাবণ একদা যথা এনেছিল সীতারে সিংহলে
রাক্ষসীয় বীর্য্য বলে—আখ্যায়িকা আছে রামায়ণে।

উপমা চেড়ীর দল অক্ষর-অশোক-বনে বসি’
সর্ব্ব-অঙ্গে ঝঙ্কারিয়া অনুপ্রাস-মিলের নিক্কণ
নিয়ম-তর্জ্জনী তুলি’ কভু রুষি’ কখনো বিহসি’
নানা তাল-লয়-মানে বন্দিনীরে করে নিরীক্ষণ।

নিত্য নব পটভূমি—কভু আলো, কভু অন্ধকার,
শ্যামল, উষর কভু, কভু চন্দ্র, কখনো সবিতা ;
পাখী গাহে, পাখী থামে, ফুল ফোটে, ঝরে বারম্বার,
বিচিত্র বেষ্টনী মাঝে অধিষ্ঠিতা বন্দিনী কবিতা।

সবই ভালো :—ক্ষুদ্র প্রশ্ন আকুলিছে শুধু মনোবীণা
কবি-রাবণের লাগি অপেক্ষিছে কোন রাম কি না।

৬. ৫. ৪০
ভাগলপুর।

সূচীপত্র

ফন্দী করি কবিতারে

স্বপ্ন চূর্ণ সার ১
আধ্যাত্মিক খুড়ো ৩
গভীর নিশীথে ৪
অতি-আধুনিক ৭
পুরাতন প্রসঙ্গ ৮
মিথুনিকা ১০
দুপুরে ১১
হেতু ১২
লীলাবানের প্রতি লীলাবতী ১৪
চানাচুর ১৫
মানবের প্রতি কুকুর ১৮
বিনামা ২১
না কি ২৪
সন্ধ্যায় ২৬
আইস ২৭
ছোট ছোট ২৯
সে ৩৩
যে কোন অলি-গলিতে ৩৫
রাম-যাদব-সতু···এবং রামের পত্নী ৩৬
নানাছন্দে দ্বাদশ পরিস্থিতি ৩৮
প্রচেষ্টা আশা ও বাণী ৪৫
চতুরিকা ৫০

হস্তী-প্রশস্তি ৫১
সত্যাই ? ৫২
বস্তুত ৫৩
নেতার উক্তি ৫৫
ভীমসেন ৫৬
কাই-কুতু ৫৭
এবারেও ৬০
পরম্পরা ৬২
তপোভঙ্গ ৬৫
অবহেলে ৭৪
আকাশবাণী ৭৫
সাংখ্য ৮৫
আধুনিকার পত্র ১০২
পরশুরামের শেষ উক্তি ১১৫

অঙ্গারপর্ণী

স্বপ্ন চূর্ণ সার

মস্তিষ্ক লইয়া হস্তে কহিনু, “বিধি নমস্তে,
চাহি না এ ফিরাইয়া লহ ;
এ জিনিষ ও অঞ্চলে একেবারে নাহি চলে
ইহা লয়ে কি করিব কহ !

মস্তিষ্ক থাকিলে অশ্রু ঝরিবে, ভিজায়ে শ্মশ্রু
(অর্থাৎ শ্মশ্রু যদি থাকে)
ক্ষোভ দ্বন্দ্ব খেদ দুঃখ নানাবিধ স্থূল সূক্ষ্ম
ঘুরাইবে রজ্জু দিয়া নাকে !

ও অঞ্চলে যার পড়তা তাই কিছু দাও কর্ত্তা,
মস্তিষ্কটা রাখ আপাতত ;
চাহি না উৎকর্ষ কৃষ্টি ওতে হয় অনাসৃষ্টি
মর্ম্ম হয় ক্ষত ও বিক্ষত।

হে বিধাতা মহামান্য চাহি মোরা ধন-ধান্য
মস্তিষ্কের প্রয়োজন নাহি,
সুতরাং পরিবর্ত্তে হে বিধাতা এই মর্ত্ত্যে
আটপহুরে ‘সেন্টিমেন্ট’ চাহি !”

শুনিয়া আমার বাক্য   বিধাতার নলিনাক্ষ
হল ক্রমে রক্তবর্ণতর,
স্ফীত-নাসা—মুক্ত-কচ্ছ   “রে ফাজিল, দূরে গচ্ছ”
বলি তিনি কম্পি’ থরথর।

শির মোর করি লক্ষ্য   ছুঁড়িলেন হস্তে দক্ষ
সুপবিত্র খড়মটি তাঁর ;
স্বপন হইল চূর্ণ   মনস্কাম হল পূর্ণ
বিষয় মিলিল কবিতার !

আধ্যাত্মিক খুড়ো

ফুল ফুটে ঝরে যায় দুনিয়ার রীতি
আজ যার স্থরু হয় কাল তার ইতি
বিয়ে হল অগ্‌ঘানে রায়েদের মেয়ে
বিধবা সে হয়ে গেছে দেখলাম যেয়ে,
হরি ঘোষ গাইটিকে দিত খোল খুদ
বাছুরটি মারা গেল হল নাক' দুধ—

এইরূপ নানা কথা আধ্যাত্মিক
ভেবে ভেবে শেষে খুড়ো করলেন ঠিক
স্থদ যত বাকি আছে এই বেলা হায়
তাগাদার তাড়া দিয়ে করে নি আদায় !
সোজায় না দেয় যদি আদালতে যাই
দেখি যদি তাতে তবু তাড়াতাড়ি পাই !
তাড়াতাড়ি করা ভাল, নাই কিছু ঠিক
মায়াময় দুনিয়ায় সকলি অলীক !

গভীর নিশীথে

১

কবিতা একটা লিখিতে হইবে
ভাবিতেছি মনে মনে।
কবিতা কিন্তু দেয় না যে ধরা
পলায় যে খনে খনে।

গভীর নিশীথে জাগি বসে একা
সিগারেট পুড়ে হাতে লাগে ছ্যাঁকা
এলো মেলো ধোঁয়া ওড়ে এঁকা বেঁকা
কল্পনা জাল বোনে!
কবিতা কিন্তু দেয় না ত দেখা
পলায় যে খনে খনে।

২

উঠিতেছে হাই বুঝিতেছি ছাই
মিথ্যাই পথ-চাওয়া
বিংশ শতকে সোজা নয় খুব
কবিতার দেখা পাওয়া!

যদিও নারীর সেই হাসি ঠোঁটে
সাঁঝের আসরে জুঁই বেলি ফোটে
বসন্ত এলে আজও দেখি জোটে
কোকিল মলয় হাওয়া
তবু আজকাল সোজা নয় মোটে
কবিতার দেখা পাওয়া।

৩

শুষ্ক কাঠের টেবিলে বসিয়া
হস্ত রাখিয়া মাথে
মিথ্যা কালীর আঁখর সাজাই
শুষ্ক খাতার পাতে !
কবিতা নহে ত মর্ত্ত্যের প্রিয়া
ডাকিলে পরেই ঢুল ঢুলাইয়া
হাজির হইবে সলাজ হাসিয়া
পানের ডিবাটি হাতে
পাউডারে রঙে মোহিনী সাজিয়া
কাপড়ে ও গহনাতে।

৪

গভীর নিশীথে কোন্ সে মন্ত্রে
কেমনে তাহারে ধরি
যাহার স্বপন চন্দ্র তপন
দেখে দিবা-বিভাবরী

যাহার লাগিয়া তারায় তারায়
কত না আগুন জ্বলে নিভে যায়
ফুটে ঝরে যায় বন-বীথিকায়
কত শত মঞ্জরী
সহসা আজিকে কি করিয়া হায়
বলত তাহারে ধরি।

৫

বুঝিতেছি সবই—তবুও বসিয়া
করি বাগ্‌-বিস্তার
সম্পাদক যে দিয়েছে তাগাদা
নাহি মোর নিস্তার।

জুটায়ে কমল চন্দ্র কোকিল
বজায় রাখিব ছন্দের মিল
রাত্রি ফুরায়ে যায় তিল তিল
কখন লিখিব আর
দোহাই ভারতী খোল খোল খিল
রুধিয়া রেখোনা দ্বার।

অতি-আধুনিক

অতি-আধুনিক পিচ ঢালা পথে অতি-আধুনিক রবারের জুতা পায়ে
অতি-আধুনিক কলার খোসায় চরণ পড়িতে গিয়াছিনু পিছলায়ে—
টাল সামলায়ে দাঁড়াইনু যেই, অতি-আধুনিক চক্‌চকে কার 'কার'
অতি-আধুনিক ব্রেক কসে' জোরে বাঁচাইয়া মোরে দিয়ে গেল ধিক্কার।
অতি-আধুনিক কাদাও ছিটাল অতি-আধুনিক ঔদাসীন্য ভরে
কেহ বা হাসিল, কেহ হাসিল না উপদেশ দিল কেহ বা চটুল স্বরে।
একটু পরেই অতি-আধুনিক বন্ধুর সাথে হল মোর মোলাকাৎ
অতি-আধুনিক কাঁদুনি গাহিয়া অবশেষে তাঁর অতি-আধুনিক হাত
পাতিলেন তিনি ;—ধার চাই কিছু ! অতি-আধুনিক মিথ্যা বচন দিয়া
বুঝাইনু তাঁরে হাতে টাকা নাই যদিও দুঃখে ফাটিয়া যেতেছে হিয়া।

বাড়ী ফিরে এসে দেখিলাম মোর অতি-আধুনিক জীর্ণ শীর্ণ প্রিয়া
অতি-আধুনিক 'রেডিও' খুলিয়া, অতি-আধুনিক সিনেমা-মাসিক নিয়া
অতি-আধুনিক দাঁতের ব্যথাটি ভুলিতে চেষ্টা করিছেন প্রাণ-পণে
অভিমান ভরে কহিলেন "যাক—এতখন পরে তবু পড়িয়াছে মনে !"
অতি-আধুনিক অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া শয়ন করিনু পাশে
'কেরিজ'-দন্ত-বেদনা-বিধুরা অতি-আধুনিকা প্রিয়ার প্রণয়-আশে।

প্রভাতে উঠিয়া মনে হল যেন রাতারাতি ফের কোন অতি-আধুনিক
ভর করেছেন অতীব প্রকোপে একেবারে মোর নাকের ডগায় ঠিক।
প্রিয়ারে ডাকিয়া কহিনু "দেখ ত নাকের ডগায় হয়েছে কি কিছু কোনো ?"
প্রিয়া কহিলেন "ওমা, এ কি এ যে টক্‌টকে লাল ছোট্ট একটা ব্রণ !"

পুরাতন প্রসঙ্গ

"চাহ গো কমল কলি,
কোথা মন তব, ও কমল-বালা,
এনেছি বহিয়া সঙ্গীত-মালা
গুঞ্জন অঞ্জলি,
রয়েছি দাঁড়ায়ে আকুল হৃদয়ে
বারেক ফিরিয়া চাহ গো নিদয়ে
এসেছি মুগ্ধ অলি,
ও লাবণি ভরা তনু-গৌরব
সঞ্চরমান মধু-সৌরভ
হিয়া ওঠে চঞ্চলি,
পাগল করিয়া রূপের সুরায়
লুকায়ে রেখেছ কোনখানে হায়
মনটি কমল কলি।"

কমল রয়েছে চাহি
ঊষা-রঞ্জিত সুদূর গগনে
স্বপন রচিছে যেথায় তপনে
নয়নে নিমেষ নাহি।

নিরুপায় অলিকুল
মরিয়া হইয়া সব দলে দলে
রাখিল লম্বা চুল।
ছাঁটিল গুম্ফ, গাহিল গজল,
কখনও গরম কখনও সজল !
তবুও কমল ফুল
চাহিয়া রহিল হায় অনিমিখে,
কনকোজ্জ্বল সূর্য্যের দিকে
চিত্ত কিরণাকুল !
ফ্রয়েডি-বচন প্রাণপণে শিখে
কপচায় অলিকুল।

মিথুনিকা

*

লিখিব অনেক ভাবি, জোটে না যে মিল
তালটারে সুতরাং করিতেছি তিল।

*

নদীজল স্রোতাবিল সমুদ্রটা লোনা
কূপমণ্ডুকের চিত্তে ইহাই সান্ত্বনা।

*

প্রিয়াকে বিবাহ করি বানায় 'ইস্তিরি'
যেজন সে কবি নয় সেজন মিস্তিরি।

*

দারোগা হলেন যবে গোবর্দ্ধন সেন
শালা তাঁর সেই সূত্রে গোঁফ রাখিলেন।

*

"এতখানি বাড়াবাড়ি মোটে ভাল নয়"
পুষ্পিতা লতারে হেরি অপুষ্পিতা কয়।

*

ফাঁকা গলি—শিস্ দিনু—নীরব ভুকুর
বাতায়ন খুলিল না আসিল কুকুর।

*

বিড়াল ইঁদুরে কয়—ভয় কিরে ধন
তোদের বাঁচাব মোরা, তোরা হরিজন।

দুপুরে

মাথা খালি, খাতা খালি, যা তা খালি ভাবি অনর্থক,
মাথামুণ্ডহীন যত ছন্দোহীন কবন্ধ আবেগ ;
দূরে ডোবাটার ধারে বসে আছে দু'চারিটি বক,
পশ্চিম-আকাশে আছে স্তূপাকারে খানিকটা মেঘ।

সহসা দেখিনু চেয়ে, সাড়া-শব্দ নাহি ঘড়িটার,
দম দিতে ভুলিয়াছি !—উঠানেতে গজায়েছে ঘাস,
কাগজে যুদ্ধের কথা ভাল মোটে লাগেনাক' আর,
পথ দিয়া চলিয়াছে পরিপূর্ণ একগাড়ী বাঁশ।

আকাশে উড়িছে ঘুড়ি, পাঁড়েজি পড়িছে রামায়ণ,
তুলসীদাসের দোঁহা পশিতেছে অলস করণে,
কন্যার বিবাহ দিব,—কিছুতেই জুটিছে না পণ,
সেই কথা মাঝে মাঝে ভাবিতেছি নানান্ ধরণে !

কীট্‌স ও শেলির কথা অনায়াসে যাইতেছে মিশে,
চাল-ডাল-ধোপা-দুধ অসুখের সমস্যার সাথে—
'পলিসি' করেছে 'ল্যাপস্' !—বুঝি না যে শান্তি পাই কিসে,
ও বাড়ীর মেয়েটিও দেখিতেছি উঠিয়াছে ছাতে।

জানালা করিয়া বন্ধ পুন আসি করিনু শয়ন,
ভাবিনু আবার মনে, জানালাটা বন্ধ-করা মিছে ;
উঠিয়া খুলিয়া দিয়া দেখিলাম তুলিয়া নয়ন,
ছাতের মেয়েটি নাই,—হয়ত নামিয়া গেছে নীচে।

গৃহিণী বাপের বাড়ী—হাই তুলি' তিন চার বার
প্রবন্ধ লিখিনু বসি—"বাঙালীর যৌথ কারবার।"

হেতু

গৃহিণীর আজ পেয়েছি সকালে চিঠি
পুনশ্চ দিয়ে “চুমু নিও” আছে তাতে ;
ছাতের মেয়েটি হাসিয়া চেয়েছে মিঠি,
জুতোর পেরেক ঠকিয়ে নিয়েছি প্রাতে
তবু আজ মোর মন কেন খিটি মিটি
—এমন শারদ রাতে !

বিগলিত স্নেহে শরতের চাঁদিনীটি
খোঁচা-গোঁফে মোর আপনা হারায়ে লোটে,
পরমেশ মুদী ভালই দিয়েছে ঘি’টি
একটিও চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠেনি মোটে
হায় তবু মোর মন কেন খিটিমিটি
—রয়েছি কেন যে চটে’ !

যে শালীটি মোর গৃহিণীর পিঠোপিঠি
তন্বী তরুণী হাবভাবে ঠারেঠোরে
অচিরাৎ যিনি হইবেন এম, এ, বি, টি,
তাঁরও চিঠি আজ পেয়েছি কপাল জোরে
অথচ আমার মন কেন খিটি মিটি
—কে কহিয়া দেবে মোরে !

হেতু

সহসা দুয়ারে দেখা দিল কাবুলীটি
প্রকাণ্ড দেহ, হস্তে বিশাল ছড়ি !
পোস্ত ভাষায় চোস্ত সে কাকলীটি,
শুনিবা মাত্র—উঠিলাম ধড়মড়ি'
নিরুপায় হয়ে চাহিতেছি মিটিমিটি
—হাতে নাই কানা কড়ি !

লীলাবানের প্রতি লীলাবতী

উচ্চঞ্চু চকোরী-সম তব পত্র-কৌমুদীর আশে
বসিয়া আছিনু ক্ষিন্ন দ্বিতলের বাতায়ন পাশে।
বাহিরে প্রখর সূর্য্য অন্তরেতে বিরহ-শর্ব্বরী
রিক্শা, ট্রাম, মোটর, ঘর্ঘরি'
ছুটিয়া চলিতেছিল যেন কার তীব্র কশাঘাতে
হাহাকারে আর্ত্তনাদে ক্ষুব্ধ করি সুদূর প্রভাতে।
চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনের ঝড়
তারি মাঝে বাতায়নে ধ্যানমগ্ন একান্ত অনড়
উৎকণ্ঠার দীপখানি জ্বালাইয়া অতি সাবধানে
বসেছিনু চাহি পথপানে।

সহসা পিওন-চন্দ্র সমুদিল গলিটির মোড়ে!
সমস্ত আগ্রহ মম পুঞ্জীভূত হল যেন তোড়ে
যুগ-জঙ্ঘা-পেশী 'পরে,—প্রবাহ বহিল বৈদ্যুতিক—
দীর্ঘ এক লম্ফ দিয়া ঠিক
যেমনি নামিতে যাব,—ঘোরনাদে ফস্কাইয়া পদ
দারুণ পড়িয়া গেনু, ছিন্ন হল মর্ম্ম-কোকনদ।
আর্ত্তকণ্ঠে ডাক দিনু ঝিরে
সে আসি তুলিল মোরে কোনক্রমে অতি ধীরে ধীরে।
আনি দিল মোটা খাম উন্মোচিয়া কপাটের খিল
চিঠি নয় কাপড়ের 'বিল'।
ত্বরিতে চলিয়া এস, পত্র তব চাহি নাক আর
চলে এস অবিলম্বে জানু-অস্থি হয়েছে ফ্র্যাকচার।

চানাচুর

১

আকুলি মাধবীকুঞ্জ গিয়াছে মধুপপুঞ্জ
থেমেছে গুঞ্জন,
নয়নে নামিছে তন্দ্রা আকাশে নামিছে সন্ধ্যা
স্বপন-ভুঞ্জন !
মিলাইয়া সব ছন্দ জানালা করিয়া বন্ধ
ফেলিয়া মশারি,
শুইয়া আছিনু শ্রান্ত কাঁপাইয়া পথ-প্রান্ত
হাঁকিল পসারি ঃ

"চাই চানাচুর খাস্তা !" শুনিয়া হল না আস্থা,
শয্যা তেয়াগিয়া
কহিনু খাঁকারি' কণ্ঠ— "আরে এযে সিতিকণ্ঠ
দেখি ত চাখিয়া—
ভাল হলে দিয়া মূল্য কিনিব, আমার তুল্য
পাবে না রসিক !"
দেখি, মুখে দেওয়া মাত্র পুলকিত হল গাত্র
খাস্তাই ঠিক ।

দুঃখ হল দূর
কুড়মুড় করে চানাচুর !

২

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ নাহি কারো সাড়াশব্দ
ডাকে শুধু পেট ;
চানাচুর পাকযন্ত্রে নাহি জানি কোন মন্ত্রে
হয়েছে বুলেট্ !
ওষুধ দুচারি বিন্দু খেয়েছি, কমেনি কিন্তু
জ্বলিতেছে ছাতি ;
উদর হয়েছে কুম্ভ সেথা শুম্ভ ও নিশুম্ভ
করে মাতামাতি !
একদা করিয়া উচ্চ যৌবন নাচাতে পুচ্ছ
শাখে কল্পনার
বুঝিনু কমেছে শক্তি চানাচুর 'পরে ভক্তি
চলিবে না আর !
অদৃষ্টের এ কি রঙ্গ ছাড়িয়া সকল অঙ্গ
কামড়ায় পেটে
বুঝেছি গতিক মন্দ জীবনের লোভ দ্বন্দ্ব
যাক্ সব কেটে !

ওরে চানাচুর
চিত্তে আর ভুলিস্ না সুর !

*

এ জীবনে যশে বিত্তে আমার সকল চিত্তে
এনেছে বিক্ষোভ ।
চানাচুর হোক্ তুচ্ছ তবু তার মুচ-মুচ্য
'পরে ছিল লোভ !

তাহারও হইল শান্তি ঘুচিল সকল ভ্রান্তি
বুঝিনু প্রচুর,
আর যা-ই খাই খাদ্য এড়াইয়া যথাসাধ্য
যাব চানাচুর !
উদরে বাজিছে শঙ্খ ! —জীবনের শেষ অঙ্ক
অভিনয় কালে
তবু বলে যাব গর্ব্বে, মরণের মহাগর্ভে
যাবার প্রাক্কালে,
বলে যাব করি পষ্ট যদিও পেতেছি কষ্ট
এই চানাচুর
মুচমুচে হিং-গন্ধা জীবনের বহু সন্ধ্যা
করেছে মধুর !

এই চানাচুর
বহু দুঃখ করিয়াছে দূর ।

মানবের প্রতি কুকুর

১

লাঙ্গুল কাটিয়াছ—ছাঁটিয়াছ কর্ণ
কণ্ঠ বেড়িয়া দেছ শিকলিও শক্ত,
অমান্য করিলেই কথা এক বর্ণ
চাবুকের চোটে হায় ছুটায়েছ রক্ত।
জঙ্গলে আছিলাম—মোরা অতি বন্য
সভ্যতা শিখিয়াছি তোমাদেরি জন্য,
কেঁউ কেঁউ রবে কহি 'ধন্য গো ধন্য,'
বেঁড়ে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে আছি প্রভুভক্ত।
অমান্য করিলেই কথা এক বর্ণ
চাবুকের চোটে জানি ছুটাইবে রক্ত।

অনাহারে রাখ নাই, এক বেলা খেতে পাই—
হাড়কাঁটা মাঝে মাঝে দাও ভগ্নাংশ ;
সামান্য কুকুরের এর বেশী কিবা চাই—
হাড়েতে লেগেও থাকে মাঝে মাঝে মাংস।

২

'কেনেলের' এক কোণে দেখি বসে স্বপ্ন
কর্ত্তিত লাঙ্গুল করি উৎক্ষিপ্ত,
কবে তুমি ডাক দেবে ভাবি হয়ে মগ্ন,
শিস্ দিয়ে করিবে গো কৃতার্থ চিত্ত !
ওগো প্রভু তব গৌরব রক্ষার্থে
কোথায় ছুটিব কবে—বাঁচাইতে আর্ত্তে,
কার টুঁটি ছিঁড়ে তব রক্ষিব স্বার্থে,
তাহারি স্বপ্ন দেখি বসে বসে নিত্য।
কেনেলের এক কোণে তন্ময়, মগ্ন
কর্ত্তিত লাঙ্গুল করি উৎক্ষিপ্ত।

'বাঘা', 'ভূতো', 'টম্', 'ঝুনু' বল মোরে যাহা চাও,
সাথে করে লয়ে যাও সাগরে বা শৃঙ্গে,
কখনো বা কোলে কর—কভু পিঠ চাপড়াও,
সোহাগের মধু খায় কল্পনা-ভৃঙ্গে।

৩

বন্দুকধারী তুমি মার পশু-পক্ষী—
মুখে করে তুলে এনে দিই পদপ্রান্তে,
সিন্দুকে তব টাকা আমি তার রক্ষী,
বরফের দেশে আছি 'শ্লেজ' তব টানতে
কখনও মেডেল দাও—কভু ছাপো চিত্র,
গুণ গাও মোরা অতি বিশ্বাসী মিত্র,

কিন্তু কি পোড়া মন হায় রে বিচিত্র—
মনেতে কত কি জাগে হায় যদি জানতে।
সিন্দুকে তব টাকা আমি তার রক্ষী,
বরফের দেশে আছি 'শ্লেজ' তব টানতে

ক্ষেপে যাই মাঝে মাঝে কামড়াই মনিবেও—
তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে—তবু জলাতঙ্ক,
ক্ষণিকের পাগলামি ! শেষ হয়ে যায় সে-ও
একটি গুলিতে লভি ধরণীর অঙ্ক।

বিনামা

১

অয়ি জুতা, হে পাদুকা, হে বিনামা, চরণ সঙ্গিনী
তোমারে ঘিরিয়া আজি কল্পনা যে হয়েছে রঙ্গিনী
কোরো তারে ক্ষমা
নানা ভাবে, নানা পদে, নানা ছন্দে তোমার বিহার
জানিনাত কোন বর্ণে করিব যে বর্ণনা ইহার
অয়ি অনুপমা।

২

শত-তালি-ছিন্ন-বেশে যে দুর্ভাগা দরিদ্র-চরণে
মূর্ত্তিমতী সেবা-রূপে জড়াইয়া আছো প্রাণপণে
কড়াগুলি চুমি
তাহারই পৃষ্ঠের ’পরে অতি উগ্র মিলিটারি বেশে
খট্‌মটায়িত বুটে উদ্যত যে ভাবি আমি কে সে ?
দেখি এ যে তুমি।

৩

বেকার যুবক-পদে লপেটা-বেশিনি, ওগো সখি,
যে ব্যঙ্গ হাসিটি হাস মচমচি’ মুচকি’ মুচকি’
রহিয়া রহিয়া
সে হাসি মধুরা হয় হয় আরো মাদকতাময়ী
নাগরা-রূপেতে যবে মূর্ত্ত হও তন্বীপদে, অয়ি,
মানস মোহিয়া।

৪

প্রাক্তনী ধরণে পুন কোন আর্য্য-চরণ নন্দিয়া
খড়মের কাষ্ঠস্বুরে হাস্য তব উঠেছে ছন্দিয়া
ওগো সনাতনী
খোট্টার চরণতলে তৈলসিক্ত বিগলিত স্নেহে
করিতেছ হাস্যমুখে বহুনাল-কাঁটি-বিদ্ধ-দেহে
কি কৃচ্ছ্র সাধনই।

৫

স্প্রিংহীন, স্প্রিংদার, কিড্, ক্রোম্, সফিতা, অফিতা
ক্যাম্বিস বা চর্ম্মময় তব রূপ বর্ণিতে কবিতা
ছন্দ-হারা হয়
কভু পদে, কভু শিরে, কভু মর্ম্মে মহিমা বিস্তারি
কখন কি ভাবে আছো জানিনাত নয়ন বিস্ফারি
গাহি তব জয়।

৬

বিহ্বল বসিয়া থাকি অকস্মাৎ হই সচকিত
নয়ন-সম্মুখে জাগে এ কি তব মূর্ত্তি জুতাতীত
অনন্ত অশেষ
দেখি তুচ্ছ জুতা নহ—উচ্চতর তব আবেদন
দেশে দেশে যুগে যুগে করিতেছ সংশয় ছেদন
নিত্য নব বেশ।

৭

সমালোচকের মর্ম্মে মূর্ত্ত তুমি প্রবন্ধের সাজে
তিক্ত তীব্র শ্লেষ-রসে নিষ্করুণ শব্দে গন্ধে ঝাঁজে
সুতীক্ষ্ণ ভাষণ
কখনো কামান বেশে রণক্ষেত্রে উঠিছ গর্জ্জিয়া
সন্ন্যাসীর ঔদাসীন্যে কভু যাও রাজত্ব বর্জ্জিয়া
ত্যজি' সিংহাসন।

৮

তোমার অগণ্য মূর্ত্তি অসংখ্য তোমার পরিচয়
হিট্‌লার মুসোলিনী নর-রূপে তুমিই কি নয়?
উদ্ধত উদ্দাম !
কি যে তব সত্য রূপ, নানা মূর্ত্তি রয়েছ ধরিয়া,
হে বিনামা ছদ্মবেশী, কহ কহ কহ বিবরিয়া
কিবা তব নাম !

না কি

আজকাল ঘরে ঘরে যত বিড়ালের নাকে
লাথি মারিতেছে নাকি ইন্দুর,
সধবারা করিতেছে অনাহারে একাদশী
বিধবারা পরিতেছে সিন্দূর।
গণেশটি উল্‌টায়ে নীল বর্ত্তিকা জ্বালি'
যত মাড়োয়ারি নাকি কবিতা লিখিছে খালি,
স্ত্রীর ভগিনীকে নাকি বলা চলিবে না শালী,
বিস্তৃতি ঘটিতেছে বিন্দুর !

২

লুঙ্গি ছাড়িয়া যারা ধরেছিল শ্লথ প্যাণ্ট
তাহারা ঝুঁকেছে নাকি ঘাগরায়,
মাথার মুকুট নাকি, পায়েতে পরিছে লোকে
মস্তক শোভিতেছে নাগরায় !
রূপো আর 'প্ল্যাটিনাম্' এক হয়ে গেছে নাকি,
ইতালির জয়-লাভ বোঝা গেছে সবি ফাঁকি,
মমতাজ বেগমের শোকেতে পরেশ চাকি
মূর্চ্ছা গিয়াছে নাকি আগ্রায়।

৩

বহুটাকা বাকী রেখে বহু শত কাবুলীর
শ্রীগৌরাঙ্গ নাকি শেষটায়
সাগরে ঝাঁপায়েছিল !—প্রত্নতাত্ত্বিকেরা
টের পেয়েছেন বহু চেষ্টায়।
আর এক চণ্ডীদাস সিংভূমে আছে চাপা,
ভয় নাই তারও কথা মাসিকে হইবে ছাপা,
দলিল পত্র তার মিলিছে খুঁজিয়া ধাপা,
নাচিতেছে রামা, শ্যামা, কেষ্টায়

৪

কাউনসিলেতে নাকি থাকিবে রিজার্ভ সীট্
বেঁটে, কালো, ফর্সা ও লম্বার।
গদ্য-ছন্দে লিখে মুদী পাঠাইবে বিল্
চাল ডাল নুন তেল লঙ্কার।
ক্যান্‌ভাসারের দল ওরিয়েণ্টালি ধাঁচে
আগেতে নাচিয়া নাকি কথা কহিবেন পাছে,
বিলাতি বেগুন হবে দেশী বেগুনের গাছে
কচু গাছে কাঁধি হবে রম্ভার।

সন্ধ্যায়

১

সিনেমা দেখিতে গিয়া শুকাইল চক্ষুর কণ্ঠ,
প্রাণটার কান ধরি হাজির করিল যেন ওষ্ঠে,
প্রেম, খুন, গান, মদ, সিনারি ও বেশ্যার ঘণ্ট
শ্যামলী ধবলী এল চরিতে ট্যাক্সি চড়ি গোষ্ঠে
দুষ্ট কুষ্ঠব্যাধি-গলিতা
নাচিছে শিল্পকলা ললিতা !

২

জ্বলিতে লাগিল সব স্নায়ু পেশী অস্থি ও মজ্জা !
আসিনু বাহিরে উঠি,—আসি পুন হারাইল চিত্ত
সারি সারি ফুটপাথে অপরূপ চিক্কণ সজ্জা
—পণ্য রমণী নহে—অগণ্য মাসিক-সাহিত্য।
অবাক স্বয়ং দেবী ভারতী
করিছেন লক্ষ্মীর আরতি !

৩

বাংলার রাজধানী আজব শহর ‘কল্‌কাত্তা’
চারিদিকে এত আলো—আঁধার তবুও সূচীভেদ্য,
পদে পদে হারাইছে রাস্তা ও মনিব্যাগ আত্মা
পাত্তা মেলে না কিছু ;—ঘুচিয়া গিয়াছে সব ভেদ তো
চারিদিকে জনতা ও জনতা
আকুল করিল তনু মন তা’।

আইস—

গৃহকোণে বসে বসে ভাবিতেছে ল্যাংড়া
হিমালয়-অভিযান একেবারে ধাপ্পা।
ঈষপের দাঁড়কাক ময়ূরের পুচ্ছে
পেখম তুলিয়া নাচে অপরূপ 'ট্যাঙ্গো।'
রুই কাৎলার 'পরে খলিসা ও ট্যাংরা
বল্‌শেভি টোপ গিলে হইয়াছে খাপ্পা।
বিলাত হইতে ফিরে আসি কহে উচ্চে
আধুনিক বাজারেতে মোর নামই ম্যাঙ্গো। ॥

২

শহরে গলিতে থেকে ভুগিছেন অগ্নি
অশ্বিনী-কুমারেরা বলেছেন যক্ষ্মা।
পরচুলা বাঁধা দিয়া যত নক্ষত্র
ভিটামিনে ভিজাইয়া রেখেছেন টাক্‌কে
মহাদেব খুলেছেন কারবার লগ্নী
নন্দী ভৃঙ্গী করে দলিলাদি রক্ষা।
ব্রহ্মা লিখিছে বসে খালি প্রেমপত্র
এই শুনে ছি ছি করে সবে একবাক্যে ॥

৩

স্বপ্ন ধরেছে নাকি সত্যের পাঞ্জা
মিথ্যা দেখিছে তাহা বিকাশিয়া দন্ত
মোটর করিছে বসে এরোপ্লেনে নিন্দা
গো-শকট মুছাইছে বাইকের অশ্রু
দুনিয়ার যত খাজা হয়ে গেলে খাঞ্জা
রমণীর হৃদয়ের পাওয়া যাবে অন্ত
অগস্ত্যে 'গো টু হেল্' করে নাকি বিন্ধ্যা
মস্তক তুলে এবে কামাইবে শ্মশ্রু ॥

৪

গোলদীঘি সেঁচে নাকি ভরে দেবে মদ্যে
খৈয়াম ওমারের জয়ন্তী-পর্ব্বে
দুনিয়ার সাকী তা'তে সাঁৎরাবে হর্ষে
কবিকুল তীরে বসি চিবাইবে ঘুগনি
এবার কবিতা যদি লেখে কেহ গদ্যে
মুসোলিনি ছুটে এসে দফা শেষ কর্ব্বে
কংগ্রেস থেকে নাকি এবার ফি বর্ষে
সাবুদানা পাবে যত রুগ্ন ও রুগ্নী !
অতএব বল আর বাকী কিবা রইল ?
আইস ঘুমাই তবে নাকে দিয়া তৈল।

ছোট ছোট

১

যতদূর বুঝি আমি—চুণ আর নুন
যাবতীয় প্রাণীদের করিতেছে খুন।
ওদের প্রচার বন্ধ একেবারে হোক।
—বক্তৃতায় বলিলেন মহামতি জোঁক

২

দালানে বেঁধেছে বাসা চটক-দম্পতী,
করিতেছে নানা লীলা নাহি কোন ক্ষতি।
নানাবিধ সমস্যায় হারাতাম হুঁস—
পাখী না হইয়া যদি হইত মানুষ।

৩

যন্ত্রের করিছে নিন্দা অ-যন্ত্রীর দল,
বাগযন্ত্র নহে শুধু তাদের সম্বল,
ফাউন্‌টেনে লেখা হয়, ছাপা হয় প্রেসে,
বেতারে গর্জ্জন করি ফেরে দেশে দেশে।

৪

কম্বলে ঢাকিয়া দেহ কন্‌কনে শীতে
কহে নর—'হে বিধাতা, সকৃতজ্ঞ চিতে
অকৃত্রিম ভক্তিভরে নমি তব পায়,
ভাগ্যে দিয়াছিলে লোম ভেড়াদের গায়

৫

সে যুগে বিদ্যুৎ ছিল তন্বীআঁখি-কোণে
দগ্ধ হয়ে ধন্য হত সুবিদগ্ধ জনে !
এ যুগে বিদ্যুৎ সব 'বাল্‌বে' বন্দিনী,
যতেক তরুণী তাই নাসিকা-ক্রন্দিনী !

৬

চোখটা খারাপ শুনি লভিনু সন্তোষ,
তা'হলে ও কিছু নয়, চক্ষুরই দোষ।
চশমা কিনিয়া কিন্তু করিলাম ভুল,
সত্যই পাকিয়াছে গৃহিণীর চুল !

৭

সুরাপায়ী হইলেই হয় না খৈয়াম ;
জারজ অনেক আছে কই সত্যকাম ?
চার্ব্বাক হয় না শুধু হইলে নাস্তিক
কয়লা মাত্রেই সখা হীরা নয় ঠিক।

৮

ক্ষুধার্ত্ত বসিয়া আছি, রহিয়াছে তাকে
আম, লিচু, আনারস, সুসজ্জিত থাকে
আপেল, আঙুর, কলা, আতা, বেল পেঁপে
সমস্ত মাটির কিন্তু ! বসে আছি ক্ষেপে !

৯

শুনিয়াছি একবার ঠকেছিল পিসি
বাজার হইতে যবে কিনেছিল মিসি।
আয়না খুলিয়া পিসি চমকায়ে ওঠে
ভুলিয়াই গিয়াছিল দাঁত নাই মোটে।

১০

প্রেয়সীরে বল যদি পাশের বালিশ
চকিতে চটিয়া যাবে প্রেমের পালিশ।
শুদ্ধভাষে জেনো ভাই মুগ্ধ রন তিনি
সুতরাং ব'লো তাঁরে পার্শ্ব-সঙ্গিনী।

১১

জানি না শ্রীচৈতন্যের চৈতন্য হইয়াছে কি না
নেহারিয়া নেড়া-নেড়ি পাল,
জ্ঞাত নহি গৌতমের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছে কি না
বৌদ্ধ সৈন্য হেরি আজকাল ;
প্রগতি-পুঙ্গব হেরি স্বর্গবাসে শ্রীরামমোহন
জানি না গেছেন কি না ক্ষেপে—
জানি শুধু গান্ধী-ক্যাপ মহাত্মারে করে নি পাগল,
অতিকষ্টে রয়েছেন চেপে।

১২

ঘোড়া খায় হিমসিম
এ খবর সাঁচ্চা,
কিছুতে হয় না ডিম
হয় খালি বাচ্চা।
অথচ বাজারময়
ঘোড়ার ডিমেরই জয় !
চিন্তিত ঘোড়া কয়,
‘এ আপদ আচ্ছা !
যতই চেষ্টা করি
হয় খালি বাচ্চা !’

সে

চেনো নাকি তারে তুমি ? চেনে তারে সকলেই
দুনিয়ার বহু কিছু আছে তার দখলেই।
নামটা গেলাম ভুলে—(মেমারি যে কিসে হয়) !
ডক্‌টর স্যানিয়াল্‌ তার আপন পিসে হয়।
মাস্‌তুতো ভাই তার নামজাদা ক্রিকেটার
মাতুলেরা লাখপতি—বিখ্যাত ঠিকেদার।
শালারা ব্যারিস্‌টার—নয় সে অকিঞ্চন
আপন ভায়রাভাই ডি. এস্‌. পি. তিনজন।
শ্বশুরেরা সব ভাই দল আই. সি. এসের
বৌদিদি, শালী, বোন আছে এম· এ. বি. এ. ঢের
নিজের কিন্তু তার ডিগ্‌রির মোহ নাই
ঘরে বসে করে' থাকে জ্ঞান-গাভী-দোহনাই।
প্রত্যেক বিষয়েই সু-শাণিত মত তার
তুলনাই মেলা ভার সে বিদ্যাবত্তার।
রেডিও, সিনেমা, ছবি, সঙ্গীত, বিজ্ঞান।
সকল বিষয়ে তার আছে ঠিক ঠিক জ্ঞান।
সাহিত্য নিয়ে তার শোন নি কি লেক্‌চার ?
কথার সে কি গাঁথুনি যেন ঠিক রেক্‌তার।

প্যাঁশ্‌নের কোলে তার আলো যবে ঝলকায়
অধরের ফাঁকে ফাঁকে হাসিটুকু চলকায়
অতি মিহি আদ্দির—অতি-ঝোলা আস্তিন
তুলাইয়া তুলাইয়া আওড়ায় রাস্কিন
সকলের অন্তরে খেলে যায় হরষণ
সুন্দর ছোকরা সে অতি প্রিয়-দরশন।
চলনে, বলনে, ভাবে করে দেয় খুশ্‌ দিল
মাঝে মাঝে ধার চায় এইটে যা মুস্কিল।

যে কোন অলি গলিতে

অমুক বড় তমুক ছোট আহা হা তুমি বোঝ না—
(বিজ্ঞ-ভাবে নাড়িয়া মাথা চলিছে সমালোচনা)
গরম যারে দেখিছ আজ কখন সে যে জুড়োবে,
টিঁকিয়া যাবে কে মহাজন, কে অভাজন ফুরোবে,
মর্কটেরি ছদ্ম-বেশে শিব কোথায় লুকানো,
ফুটিয়া ওঠা উচিত কার, কার উচিত শুকানো,
হালকা যারে ভাবিছ তুমি আসলে সে যে কি ভারী,
জানিতে চাও ?—চলিয়া যাও, তৃষ্ণা এস নিবারি'
দেখিয়া এস সব-সাগর-পারঙ্গম গুণীরে
ওষ্ঠে হাসি, হস্তে তুড়ি, বাক্যবাণ তূণীরে—
ভয়েতে যার লাট-বেলাট মুহুর্ম্মুহু মরিছে
বাদশা-পীর রাজা-উজির সদাই থরথরিছে !
লালকে নীল, নীলকে শাদা, শাদাকে বলি বেগুনি
কর্ণ মলি' বর্ণ-বোধ শিখায় সবে যে গুণী
দেখিয়া এস তাহারে তুমি,—কিন্তু বেশী কাছেতে
যেও না ভাই, ঝলসি' যাবে—গন্‌গনানো আঁচেতে !
ঠিকানা চাও ? কি দরকার ? বর্ত্তমান এ কলিতে
খুঁজিলে তারে পাবেই পাবে যে কোনো অলি-গলিতে।

রাম-যাদব-সতু-বঙ্কিম-মণ্টু-চণ্ডী-বংশী-রবীন সেন-নন্দ এবং রামের পত্নী—

(ক)

রামের পত্নী যবে যাদবের গণ্ডেতে
অঙ্কিল শঙ্কিত চুম্বন,
সতুর হাঁপানি-রোগ হ'ল সেই দণ্ডেতে
বঙ্কিম বিষণ্ণ উন্মন।
সম্মুখে খাড়া করি শাস্ত্র-শিখণ্ডী
যুদ্ধ করিল সুরু মণ্টু ও চণ্ডী,
সুখ পেল বংশী
ক্রমাগত টিন টিন সিগারেট ধ্বংসি।
প্রবীণ রবীন সেন হাঁচি কন, 'হেঁচ্চ,
খবরটা পাকা কি না সেইটে বিবেচ্য।'
কহিলেন নন্দ,
'ছেড়েছে কিন্তু বেড়ে ফোড়নের গন্ধ।'
টাকমাথা পেটমোটা মনভরা শান্তি
রাম যান আপিসেতে প্রসন্ন কান্তি।

(খ)

রামের পত্নী যবে কমনীয় কণ্ঠেতে
লাগাইল রজ্জুর বন্ধন,
বহিল অশ্রু-নদী বঙ্কিম-গণ্ডেতে
যাদবও করিল কিছু ক্রন্দন।
সতুর হাঁপানি গিয়ে হ’ল ফের অর্শ
মণ্টুর টিকি হ’ল, চণ্ডীর হর্ষ।
সিগারেট—বংশী
সিগারেট তেয়াগিল নস্যে প্রশংসি।
প্রবীণ রবীন সেন কহিলেন—‘দেখ্ তো
মিছি মিছি ক’রে গেল সকলকে ত্যক্ত।’
নন্দের দন্ত
যা কহিল নাই তার আরম্ভ অন্ত।
রামবাবু টাক ভুঁড়ি মনভরা শান্তি
পুনরায় বর-বেশে হল নব-কান্তি।

নানাছন্দে দ্বাদশ পরিস্থিতি *

১

হঠাৎ কেন পটাৎ করে পদ্য লিখি লম্বা ?
হাস্যটুকুর ভাষ্য করি মুগ্ধ মহানন্দে ?
মুট্‌কি, ভুঁদো, সুঁট্‌কি, কুঁদো উর্ব্বশী বা রম্ভা
একটা কিছু জুট্‌লে পরে উথ্‌লে উঠি ছন্দে ?
অবাক্ লাগে—সত্যি,
লজ্জা নামক বস্তু দেহে নেই বুঝি এক রত্তি !
মুখটি কারো, নাকটি কারো, কারো চোখের দৃষ্টি
কথা-বলার ভঙ্গী কারো বড্ড লাগে মিষ্টি
তন্বী কেহ, বহ্নি কেহ, ঘটায় অনাসৃষ্টি
হোমরা চোমরা ভোমরা ভোলায় নানান রকম গন্ধে !
কদম, বেলা, চম্পা—
ডাকছে তবু হচ্ছে মনে করছে অনুকম্পা !

---

* যে দরদী যুবকটির মনোভাব এই কবিতাগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে তাহার নাম আমি গোপন রাখিতে বাধ্য, কারণ তাহার নাম আমি জানি না।

২

মনে পড়ে তারে
একাকিনী বসেছিল জানালার ধারে !
শরতের আতপ্ত কিরণ
সর্ব্বাঙ্গে সৃজিতেছিল স্বপন হিরণ।
নয়নেতে ছিল না নিমেষ
স্রস্ত বাস—মুক্ত বেণী—আলুথালু বেশ।
আত্মহারা সমস্ত পাশরি'
অম্বরে শুনিতেছিল মুগ্ধ কার অন্তর-বাঁশরী
দূর হতে চুপে চুপে দেখেছিনু তারে
দাঁড়াইয়া আলিসার ধারে।

৩

ধূ ধূ মাঠ চারিদিকে দাঁড়াইয়া ছিলাম একেলা
অস্ত-রাগ-রক্ত-নভে ম্রিয়মাণ গোধূলির বেলা।
বিসর্পিত রেল-পথ চলে গেছে যেন রে উদাসী
শব্দ হল !   ফিরে দেখি—আসে ট্রেণ বাজাইয়া বাঁশী
উর্দ্ধ-শ্বাসে চলে গেল—চকিতে দেখিনু আঁখি তুলি
বাতায়নে বসে আছে !—চিত্ত মোর উঠিল আকুলি'।

৪

চলে 'বাস' ঠমকি' ঠমকি'
ছিনু আমি ওধারের 'সীটে'
অকস্মাৎ উঠিনু চমকি
শাড়ি কার ঠেকিতেছে পিঠে।
দেখিলাম গ্রীবাটি বাঁকায়ে
দেখিলাম মানে ডুবিলাম
মোর পানে আছে সে তাকায়ে
হরষেতে আঁখি মুদিলাম।
শাড়িটুকু ঠেকে আছে পিঠে
কিছু নয়—তবু কত মিঠে!

৫

লাইব্রেরিতে———
মনে নেই?
সেই যে সেদিন ফোর্থ পিরিয়ডে!
ঝুঁকেছিলে তুমি কি একটা কেতাবের ওপর।
তোমার আনত দেহখানির দিকে চেয়ে চেয়ে
শেষে আমিও ঝুঁকলাম।
বস্তুত—না ঝুঁকে উপায় ছিল না আমার!
কিন্তু ওই পর্য্যন্তই—
ঝুঁকেই রয়ে গেলাম—
বাক্যি বেরুলো না আর মুখ দিয়ে!
চেয়ে রইলাম খালি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে'—
দেখে তুমি হাসলে একটু
কী সুন্দর মিষ্টি হাসি তোমার
ঠিক লেমন্ ড্রপ্‌স্ যেন!

৬

লোকজন চারিদিকে রীতিমত ভীড় ত
তারি মাঝে অন্তর-সেতারের মীড় ত
রণিয়া তুলিলে ঠিক—সুর পড়ে ঠিকরি'
অথচ চলিয়া গেলে—মুস্কিল কি করি !
ফস্‌ করে চলে গেলে তুলে দিয়ে ঢেউ যে
এ-কথা কাহারে বলি বুঝিবে না কেউ যে

৭

গৌর বর-হস্তে ঠোঙা মুচ্‌মুচে ডালমুট্‌ তা'তে
কাজল-পরা উজল তব নয়ন দু'টি চঞ্চলি
সিনেমা থেকে বাহির হলে'—আমিও ছিনু ফুটপাথে
জান কি সখি সেদিন গেছ কেমনে মোর মন ছলি' !
করিনু 'ফলো' কিছুটা দূর—নামিল পোড়া বৃষ্টি যে
ভিজিয়া হনু গোবর সম ছাড়িনি তবু সঙ্গ ত
ঝাপ্টা লেগে ঝাপ্সা হ'ল দুটি আঁখির দৃষ্টি যে
ট্যাক্সি চড়ি চলিয়া গেলে—অসঙ্গত রঙ্গ ত !

৮

বর্ষণ-মুখর আজি শ্রাবণ-শর্ব্বরী
ঘন কালো মেদুর আকাশ
কেতকী-কদম্ব বনে উঠিছে মর্ম্মরি
কার দীর্ঘশ্বাস।

অদেহী আমিই যেন বরষার নিবিড় আঁধারে
চলিয়াছি আনমনে একা একা কার অভিসারে ;
কোথায় দেখেছি তারে ? ট্রামে ? ট্রেণে ? লেকের কিনারে ?
অথবা সে 'বাস্' ।
কেতকী-কদম্ব-বনে উঠিছে মর্ম্মরি
কার দীর্ঘশ্বাস ।

৯

সূর্য্য তখন পাটে
দেখেছিনু তোরে সেদিন সজনি
মোহন মধুর ঠাটে ।
জানি না সেদিন কি তিথি পাঁজিতে
এসেছিলে তুমি বাসন মাজিতে,
ইমন রাগিণী ভাঁজিতে ভাঁজিতে
গিয়েছিনু আমি ঘাটে ।
ঘোমটা টানিয়া দিয়েছিলে তুমি
মোহন মধুর ঠাটে

১০

মাপ করুন
এবার
চাঁছা ছোলা গদ্য কবিতায় সাফ কথা বলতে চাই দু'চারটে !
দেখুন
তেপান্তরের মাঠ
ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী

পক্ষীরাজ ঘোড়া
ঘুমন্ত রাজকন্যা
সব জানা আছে মশাই—
অর্থাৎ নিমতলাও চিনি—কাশী মিত্তিরও চিনি
মরে' আছি এই যা দুঃখ।
রাজকন্যার কথা শুনবেন ?
দুঃখের কথা আর কত বলি মশাই !
সেকালের রাজকন্যাদের
সোনার কাঠি রূপোর কাঠিতেই চলত —
একালের রাজকন্যাদের প্ল্যাটিনামের কাঠি চাই—
তা না হ'লে মুখ গোঁজ করে বসে থাকবে —
হ্যাঁ—হ্যাঁ—মশাই—প্ল্যাটিনাম্ !
মীনা-করা হলেই ভালো হয় !
অথচ
আধুনিক রাজপুত্রদের ট্যাঁক গড়ের মাঠ
ধূ ধূ করছে।
সুতরাং করবে কি ?
বিঁড়ি ফুঁকছে
আর প্রেমের কবিতা লিখছে !

১১

পরিপূর্ণ একখানি চড়
জানি তুমি মেরেছিলে গালে
বুকে তবু তুলেছিলে ঝড়
ভুলিব না তাহা কোন কালে

১২

বিচ্ছু সবাই বিচ্ছু—
পাঁজরা-খানা-ঝাঁজরা-করা বিষম কারো চোখ কি !
মর্ম্মখানি মাড়িয়ে দিয়ে গেলেন কোন লক্ষ্মী—
ঠুকরে দিয়ে উধাও কোনো বিম্বাধরা পক্ষী—
দ্বিগুণ আগুন জ্বালিয়ে গেলেন
কেউ না করে কিচ্ছু !
বিচ্ছু সবাই বিচ্ছু !

প্রচেষ্টা আশা ও বাণী

প্রচেষ্টা

১

দুটি রক্তিম উৎসুক অধর
বেগবান, অনাহত, একাগ্র !
আরও দুটি—
কাছাকাছি হয় তারা ক্রমশ
ব্যবধান কমে আসে আস্তে।
বেগ দুর্দ্দমনীয় !
আরও কাছে—আরও—আরও
সংঘাত !
নিদারুণ, নিষ্করুণ—হিংস্র।
ঈথর-সমুদ্র
ভীষণ তরঙ্গাকুল হয়ে ওঠে নিশ্চয়ই—
শব্দ হয় কিন্তু—ছোট্ট
মিষ্টি !

২

শাওন মেঘেতে আজি বাজে পিয়ানো
নয়ন ভরিয়া কেন চাহনি আনো !
উতলা পূ্‌রবী বায়ে জলের ছিটে
লাগিছে আজিকে সখি বড় যে মিঠে
বাঁকিয়া বেণীটি তব পড়েছে পিঠে
পোষা সাপ জিয়ানো
বাদল মেতেছে আজি নীপের বনে
রিম ঝিম রিম ঝিম কি বরষণে
এখন প্রভাতে সখি আমার মনে
ওগো বল কি আনো

৩

জ্বেলেছি বাতি আহা কি নীল
ব্যাঙ্ক ব্যালান্স তাহা যে 'নিল্'
সাগর নীল, আকাশ নীল
নীল তোমার চোখ
সেই জোরেই চাঙ্গা দিল
সেই জোরেই ছন্দ মিল
সেই জোরেই এই নিখিল
চমৎকার হোক !

৪

কাহারে করিব ভয় ?
মৃত্যু মোরে দিয়েছে অভয়।
আসিবে সে একদিন পরম লগনে
ছিন্ন করি সর্ব্ব জটিলতা।

বিলুপ্ত করিয়া মোর সকল কলুষ,
নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া অস্তিত্ব আমার,
মুক্তি দিবে মোরে।
হয়ে যাব শেষ !
তারপর ?
তারপর কিছু নাই।
মহাকাল বজ্রকণ্ঠে দিতেছে আশ্বাস
অমোঘ সে আশ্বাস-বচন
শুনিতেছে প্রতিক্ষণে শোণিতের প্রতি কণিকাটি।
কাহারে করিব ভয় ?

৫

ক্ষমা কর—
আমার সুকৃতি, দুষ্কৃতি
পাপ-পূণ্য
পতন-উত্থান
তার জন্য আমিই দায়ি !
তার ফলভোগ করব আমিই
তুমি শুধু শুধু চ'টে মন খারাপ করে' থেকো না
আমায় ক্ষমা ক'র !
তোমার ভালর জন্যেই বলছি
ক্ষমা ক'র !
চিঠির উত্তর দাও।

আশা

হ'লই বা ছোট—
তবু সে বাণী বহন করে আনে তো !
দুখের বাণী, সুখের বাণী,
শোকের বাণী, অন্তর্লোকের বাণী।
ছোট হ'লেও তাকে তুচ্ছ করবে কে
একদিন আরও ছোট ছিল।
ক্রমশ বাড়ছে
আকারেও—দামেও।
এক, দুই, আজকাল তিন
হয়তো আরও বাড়বে !
বাড়ুক !
বাড়া তো উচিতই
যদিও হাঁস নয়, পদ্মও নয়—
তবুও বাণী-বাহক
মেঘদূতের সগোত্র—ওই পোষ্টকার্ড।

বাণী

"চৌবাচ্চার জল নিয়ে আমার কারবার।
হঠাৎ মাঝ-সমুদ্রে ফেলে দিলে পারি কি ?
হাঁপিয়ে পড়ব যে !
অমন লম্বা লম্বা চিঠি লিখ না বাপু তুমি !
আমার ভারি ভয় করে।

এমন কিছু কর যা জানি, চিনি, বুঝি,
যা রয় সয়।
এ সব কি ?
সেই নাকই তো দেখাবে শেষ পর্য্যন্ত,
অত ঘুরিয়ে দেখাবার দরকার কি ?
ভাল লাগে না আমার !”

চতুরিকা

১

বিদ্যুৎ-শায়ক যেন—ঝকমকি উঠে ঝলসিয়া
শাণিত ভ্রূ-ভঙ্গিখানি ! বিদীর্ণ করিল মোর হিয়া।
কি মধুর বিদারণ—পরিপূর্ণ কি পরম সুখ,
বিক্ষত বিধ্বস্ত হিয়া পুনরায় আঘাত-উন্মুখ !

২

বেসেছি তোমারে ভাল, বুঝি না—কেন যে কর রোষ,
এসেছি সমীপে তব, কহ সখি, কিবা তাহে দোষ !
যুক্তি কিছু নাহি জানি, ভাষা নাহি আসে রসনায়
চুম্বক করিলে রাগ হতবাক্ লৌহ অসহায় !

৩

নীরব রয়েছ কেন ? দেখিতেছি অধরের তীরে
লজ্জারুণ হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিছে ধীরে ধীরে।
আনমিত নয়নেতে পড়িতেছে উপচিয়া যাহা
একবার, হে নিদয়ে, ভাষায় বল না কেন তাহা !

৪

অন্তরে জ্বলিছে অগ্নি, বাহিরেতে আছ নির্ব্বিকার,
নয়নে কহিছ যাহা, রসনায় কর না স্বীকার।
তোমার অসীম শক্তি শোভন হইত হ'লে কম,—
কামানের কি গৌরব মশকেরে করিয়া জখম।

হস্তী-প্রশস্তি

মুখখানি ঢল্‌ঢলে, চোখ দুটি সুন্দর।
মিলের খাতিরে নয় সত্যই কুন্দর
মত তার দাঁতগুলি,—দেখে হয় তৃপ্তি
চোখে মুখে সলজ্জ বুদ্ধির দীপ্তি।
সম্বৃত শাড়ি তবু সামলায় শতবার,
চোখে মুখে পড়ে চুল সরায় সে যতবার,
ঘন ঘন কণকণে অবাধ্য কঙ্কণ,
না-বলা কথার ভারে অধরের কম্পন
সুন্দর লাগে ভারি—সবটাই মিষ্টি,
আনমিত নয়নের সচকিত দৃষ্টি !

আর নয় ! থামা যাক—এ প্রয়াস ছন্দের
হাত দিয়া হাতী দেখা অসহায় অন্ধের।
হাতীর কর্ণে যবে ঠেকে তার হস্ত
"হাতী কি কুলোর মত ?" ভাবে কানা ত্রস্ত।
পায়েতে ঠেকিলে হাত কানা ভাবে, "হস্তী
হয়তো থামের মত !" লাগে অস্বস্তি।
তারপর ফোঁস করে ওঠে যবে শুণ্ড
অসহায় অন্ধের ঘুরে যায় মুণ্ড।
সুতরাং থামিলাম। হে রূপসী তন্বী,
হয়তো বরফ তুমি, হয়তো বা বহ্নি !

সত্যই ?

তুলেছে তোমার দাঁত অরসিক কোন দন্তবিদ ?
সত্যই সাঁড়াসি দিয়া সবলে করেছে উৎপাটন ?
দন্তহীনা তরুণী যে নিতান্তই নগণ্য উদ্ভিদ
এই-তথ্য তার কাছে করে নাই কেহ উদ্ঘাটন !

গোলাপেরে নিষ্কণ্টক করি যারা করে সংস্কার
বৈজ্ঞানিক প্রেরণায় লঙ্কার ঝালত্ব করে দূর,
আমি কবি, দূর হ'তে তাহাদের করি নমস্কার
কণ্টকবিলাসী আমি ঝালে ঝাঁজে লোভ যে প্রচুর।

দংশন করিবে কিসে ?   কিসে বল করিবে চর্ব্বণ ?
মরিয়া অনেক মুণ্ড প্রতীক্ষা যে করিছে সাগ্রহে !
নকল দন্তের জোরে সফল কি হবে, কহ, রণ ?
অতি পক্ক খুলিগুলি মোটেই যে অমজবুত নহে।

কায়াহীন ছায়ালোকে অশরীরী যে কবিত্ব-ভূত
মায়াময় মিথ্যা দিয়া নানা ধোঁয়া করিছে সৃজন
শুনো না তাহার কথা, জুয়াচোর সে অতি অদ্ভুত
যে পথে লইয়া যাবে ফাঁকা তাহা—নিতান্ত বিজন।

ফণী হবে ফণাহীন, দন্তহীন হইবে দন্তুর,
বিজ্ঞানী অসুর শেষে গানেরও কাড়িবে নাকি সুর ?

বস্তুত

শ্রাবণের মেঘ কহে,   পিপাসায় চিত্ত দহে,
দাও বন্ধু, এক বিন্দু জল।
এসেন্সের করে দর   চম্পক, যূথী, টগর
গন্ধরাজ, গোলাপ, কমল।
সন্ধ্যা-ঊষা রুজ মাখে,   খদ্যোতের টর্চ কাঁখে,
বজ্র খোঁজে লাউড স্পীকার।
পাউডার ঘষে চাঁদে,   প্রজাপতি নানা ছাঁদে
পরে শাড়ি ব্লাউস নিকার।

জ্ঞানশূন্য দিগ্বিদিক   নকল করিছে পিক
গ্রামোফোন-সঙ্গীতের সুর।
প্রেমের প্রেরণা লাগি   চখা-চখী আছে জাগি
সিনেমায় আঁখি-স্বপ্নাতুর।
হইবারে তেজীয়ান   সূর্য্য করে সুরাপান
প্রভঞ্জন ভাঁজিছে মুদ্গর।
মহাকাশ মুক্তি-তরে   ধ্যান-মগ্ন রুদ্ধ ঘরে
ভূমা-লাভ না হ’লে দুষ্কর।

যুবতী কাঁদিয়া মরে,   যুবকের পায়ে ধরে
কহে, মোরে আলিঙ্গন কর।
পুষ্পধনু পঞ্চশরে   মোদক-জর্জ্জর করে,
শঙ্কর জপিছে—হর হর।
সত্যের নিকটে ঋণী   কল্পনা সে ভিখারিণী
খগেশ্বর খপোত-লোলুপ
মোটর না হলে হায়   মনোরথ নাহি ধায়
মহাকাল মৃত্যু-ভয়ে চুপ।

নেতার উক্তি

ড্রয়িং-রূমে

মূল্য আমার আছে কি না আছে, কে করিবে বল নির্দ্ধারণ ?
মর-মানুষের মূল্য লইয়া কেনই বা এত শিরঃপীড়া !
জনতার মন করেছি হরণ, মুগ্ধ জনতা মোর চারণ—
বাহাদুরি নাই ?   শুষ্ক কথায় ভিজাই কেমন শক্ত চিঁড়া !
মূল্য আমার থাক না থাক,
চিরকাল ধ'রে রেডিও কাগজে বাজিছে, বাজিবে আমারি ঢাক।

২

যাহা বলি, তার গভীর অর্থ এখনও বন্ধু বোঝ নি নাকি ?
আপেল আঙুরে নিন্দা করিয়া চুম্বন করি কুমড়ো কদু,
বুলবুল শ্যামা তাড়াইয়া দিয়া পুষিয়াছিলাম ছাতারে পাখী,
তাহাও তাড়াব, মশা ছারপোকা চাহে আধুনিক রামা ও যদু
আসল অর্থ কথার নয়,
আসল অর্থ ব্যাঙ্কেতে থাকে, দুনিয়া জুড়িয়া যাহার জয়।

৩

সেকেলে-মার্কা বিবেকের সখা, কি ব'লে এখনও দোহাই দাও ?
নতুন রকম নানান বিবেক ছেয়েছে বাজার, ভরেছে গোলা,
নাৎসি, জাপানী, খদরি, ফ্যাসিস্ত, লাঙল, কাস্তে—যা খুশি চাও,
তোমার বিবেক, আমার বিবেক ? শিকায় সেসব থাকুক তোলা !
এবার বন্ধু কুম্ভীপাক,
কাকের পালক চুরি ক'রে ক'রে ময়ূরেরা সব সাজিছে কাক।

ভীমসেন

চলিতেছে গদাযুদ্ধ ঃ পরাক্রান্ত বীর ভীমসেন
রক্তচক্ষু, স্ফীতনাসা, তুঙ্গশির, ভীষণবদন
হুহুঙ্কারি উচ্চকণ্ঠে দুর্য্যোধনে ডাকি কহিলেন,
'রে দুরাত্মা, আজ তোরে পাঠাইব শমনসদন,
সাধ্য থাকে রোধ কর।'
সচকিত গান্ধারী-কুমার
বাঁচাইল কোনক্রমে শির।
'সাধ আছে সমরের ?'
দন্ত কড়মড়ি ভীম হানিলেন গদা পুনর্ব্বার।
সে আঘাতও, কি আশ্চর্য্য, দুর্য্যোধন রোধিলেন ফের !
ক্ষুব্ধ হ'ল ভীম-গুম্ফ !—বৃকোদরে অপমান হেন ?
সহসা তুলিয়া গদা উল্লম্ফিয়া ছাড়ি অট্টনাদ
মহাক্রোধে ক্ষিপ্ত ভীম করিলেন গদা-বৃষ্টি যেন।
পেটে পিঠে বুকে মুখে—রহিল না কোনখানে বাদ।
'কি মুষ্কিল, যাত্রা এটা, কি আপদ, ওরে শোন শোন'—
আর্ত্তকণ্ঠে নিবেদিল ভূপতিত ভীত দুর্য্যোধন।

কাই-কুতু

১

কাই বলে, ওরে কুতু ভাই,
সেদিন তুলিয়াছিনু হাই
মুখ-ভঙ্গি সহকারে   তুড়ি দিয়া বারে বারে
শব্দ করি বিচিত্র রকম,
ভেবেছিনু মাগী মদ্দ   হাসিয়া হইবে হদ্দ,
একেবারে হইবে জখম।
কিন্তু চেয়ে দেখি ভাই,   কারো মুখে হাসি নাই,
গুম হয়ে ব'সে আছে সবে !
কুতু বলে, শোন বলি তবে—

২

ঈষৎ হাসিয়া কয় কুতু
আমিও ফেলিয়াছিনু থুতু
দন্তের ফাঁক দিয়া   রসনাটি ঝুলাইয়া
কায়দা করি গলা খাঁকাবিয়া,

ভেবেছিনু, হাসাইব,   রস-স্রোতে ভাসাইব
ছেলে বুড়া সকলের হিয়া।
কিন্তু কিছু ভাসিল না— কোন ব্যাটা হাসিল না,
—হাঁ হাঁ, তুমি ধরিয়াছ ঠিক,
দুনিয়াটা অতি বেরসিক।

৩

কাই কয়, উপায় কি তবে,
আমাদের কিবা দশা হবে ?
হাসিতে চাহে না কেউ,   অথচ রসের ঢেউ
চিত্ত ভরি নিত্য উথলায়,
একাকী রসের বোঝা   বহন করা কি সোজা ?
বল ভাই, করি কি উপায় ?
কুতু কয়, ওরে কাই,   আয় তবে দুজনাই
এক সাথে করি আক্রমণ,
কি করিব ভাল ক'রে শোন।

৪

সকলেই অতি ঠ্যাটা,   সহজেতে কোন ব্যাটা
হাসিবে না জানি ইহা স্থির,
হাসি যদি খুবই পায়   দুষ্টামি করিয়া হায়
মুখ টিপে রহিবে গম্ভীর।

তা ব'লে কি দেব ছেড়ে ?   ধরিতে হইবে তেড়ে,
বিপর্য্যস্ত করিব বগল,
অন্তত হাসিবে মুচ্ কি   না হাসিলে—আছে কুঁচ্ কি
কণ্ঠ কুক্ষি করিব দখল।
কাই বলে, ওরে কুতু ভাই,
নাই তোর কোন তুলনাই।

এবারেও

এবারেও আসিতেছে পূজা
আসিছেন মহিষ-মর্দ্দিনী দশ-ভুজা
সন্দেহ নাহিক তায়।
প্রতি পঞ্জিকায়
স্পষ্টাক্ষরে শুভ-বার্ত্তা লেখা
জগন্মাতা দেবী তাঁর বাৎসরিক দেখা
এবারও দিবেন আসি দীন ভক্ত-জনে।
স-ঝাঁপি স-পদ্ম লক্ষ্মী রীতিমত রত্ন-আভরণে
সাজিয়া প্রসন্ন হাস্যে রহিবেন পাশে
এবারেও ভক্তদের আশে।
রহিবেন বাণী
বঙ্কিম-ঠামেতে ধরি সনাতন সেই বীণাখানি।
কৌমার্য্য-ব্রতী
দৈত্য-নিসূদন বীর দেব-সেনাপতি
গুম্ফে চাঁড়া দিয়া
কোঁচা দোলাইয়া
প্রতিবারকার মত এবারেও সুবেশ ধরিয়া
আসিবেন ময়ূরে চড়িয়া।

এবারেও

সিদ্ধিদাতা শ্রীগণেশ—অতি-পূজ্য দেবতা হিন্দুর-
হাঁ, তিনিও,—স-ইন্দুর
আসিবেন স-কদলীবধূ।
রামা শামা যদু
নিঃসন্দেহ সকলেই আসিতেছে পূজা
শক্তির প্রতীক দশ-ভুজা
নির্ঘাত আসিতেছেন দশ-হস্তে বহি' প্রহরণ।
কুম্ভকারগণ
প্রাণপণে জুটাইয়া মৃত্তিকা ও খড়
নানা ছাঁদে গড়িতেছে নানাবিধ মুণ্ড ও ধড়।
পূজার বাজার ভীত চিন্তিত কবির
কুঞ্চিত ললাটরেখা হতেছে গভীর।

পরম্পরা

রাগে হই দিশাহারা—
ভাবি নিজে মরি
আর সহ্য হয় না কো আত্মহত্যা করি।
সঙ্গে সঙ্গে ভাবি ফের
চাবকাই ধরি
আপাদমস্তক ওকে—সব দোষ ওরই।

……

বিবেক বারণ করে।

……

আপনা সম্বরি'
তাহারে হেরিতে থাকি ক্রুদ্ধ চক্ষু ভরি।

……

ধৈর্যচ্যুতি ঘটে ফের।

……

পরম্পরা

জিহ্বায় ঘর্ঘরি'
ছুটে আসে ভাষা-ট্যাঙ্ক ;
হ'ই থরথরি'
স্ফীতনাসা—মুক্তকচ্ছ।
মর্মেরে বিদরি'
শব্দ-শেল গর্জি ওঠে শূন্যেরে জর্জরি'।

......

ক্লান্ত হ'ই।

......

ক্ষণ পরে এলায়ে কবরী
সেও গিয়া ছাতে বসে ঃ
পাড়ে জ্বলে জরি।

......

অস্তাচল পরি
মার্তণ্ড ঢলিয়া পড়ে।

......

নিরীক্ষণ করি।

......

অপরূপ ছন্দে যেন ঝামেলা-ঝামরী
রচে নব তন্ত্র-কাব্য।

মহাত্মারে স্মরি'
রহি মৌন,
হিংসা-হীন
জিঘাংসা পাশরি'।

......

আশ্চর্য ফল হয়।

......

আসিলে শর্বরী
গদগদ কণ্ঠে কহি তুমি প্রাণেশ্বরী

তপোভঙ্গ

ছন্দ-মিলের বন্ধন পীড়িত করেছে প্রাণকে—
বন্ধন-মুক্ত হতে চাই।
তারি তপস্যা করছি।
দুঃসহ তপস্যা !
পুরাতন ছন্দ-মিলের নির্ম্মম শৃঙ্খলে
বাঁধা আছে আমার কবি-মন।
উদার আকাশে অবাধ ভাবে উড়তে চায় কল্পনা-বিহঙ্গম,
অসীম সমুদ্রে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ভেসে যেতে চায়
ভাবের তরণীখানি,
পারে না।
মিল এসে পথ-রোধ করে,
ছন্দ এসে বলে, নিয়ম মেনে চলতে হবে।
কল্পনা-বিহঙ্গমের পক্ষ আসে অবশ হয়ে
পরিচিত ঘাটের পরিচিত কিনারায় বাঁধা পড়ে ভাব-তরীখানি
প্রাচীন প্রথার সনাতন নিয়ম মেনে
ছন্দ-মিলের নোঙর-নিগড়ে।
কিন্তু এ নিগড় ছিন্ন করতে হবে
ছেদন করতে হবে মিল-মায়া-পাশ !

—এই পর্য্যন্ত অবলীলা-ক্রমে লিখে ফেলেছিলাম
এমন সময় কে যেন এসে হাত চেপে ধরলে,
লেখনীর গতি হ'ল বন্ধ।
প্রশ্ন করলাম—কে তুমি ?
"আমি পুরাতন ছন্দ !"
কলহাস্যে লুটিয়ে পড়ে সে আবার সুরু করলে

আমি পুরাতন ছন্দ,
গহন নিশীথে তারার মেলায়
ভেসে যাই আমি মেঘের ভেলায়
কমলের বুকে প্রভাত-বেলায
আমি সুমধুর গন্ধ।

কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জন করি
বন-মর্ম্মরে উঠি যে গুমরি
কল্লোলিনীর কল্লোল ভরি
বহে মোর মহানন্দ।

বললাম—তোমায় তো চিনি আমি !
চিনি বই কি !
এতকাল তোমারই বন্ধনে যে বন্দী ছিলাম।
মধুর সে বন্ধন—
স্বপ্নময় সে দাসত্ব—
স্বীকার করছি।
কিন্তু তবু সে বন্ধন খুলতে চাই
ভুলতে চাই সে সব।
আমায় আর তুমি ভুলিও না,
মুক্তি দাও।

খঞ্জন-নয়ন দুটি তার
চঞ্চল হয়ে উঠল।
রাগে, অনুরাগে, না কৌতুকে ?
জানি না।
আরক্তিম কপোল থেকে অলকগুলি সরিয়ে
বিম্বাধরের ফাঁকে কুন্দ দন্তের শোভা ছড়িয়ে
সে বলতে লাগল,
আমি শুনতে লাগলাম বিহ্বল হয়ে—
একদিন তব কাব্য-কাননে
নিবিড় বরষাকালে
মনের ময়ূর উঠিত নাচিয়া
আমারই নূপুর তালে।
সে কথা ভুলিতে পার কি কখনও
মোর কাঁকনের সেই কন-কন!
বিজলী ঝলক সেই ঘন ঘন
মেদুর মেঘের জালে—
একদিন তব কাব্য-কাননে
নিবিড় বরষাকালে।
কহ কবি কহ, ভুলিবে কি তুমি
সে মধু শারদ নিশি—
জ্যোছনায়, গানে, স্বপনে, সোহাগে
টলমল দশ দিশি।
আনন্দ-ঘন ছন্দে ও মিলে
সে দিন যে সুধা তুমি বিতরিলে
আকাশে বাতাসে গগনের নীলে
আজও তা রয়েছে মিশি।
কহ কবি কহ, ভুলিবে কি তুমি
সে মধু শারদ নিশি।

তার সেই স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে
আকম্পিত কণ্ঠস্বরে
ভুজঙ্গায়িত বেণী-বিক্ষোভে
বিলোল কটাক্ষের মাদকতায়
আত্মহারা হয়ে গেলাম আমি।
বললাম—
"অয়ি মোহিনী, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও
আর প্রলুব্ধ ক'র না।
তোমার মোহন বন্ধনে আর বেঁধে রেখ না আমায়!"
বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল তার মুখে
নয়নের দৃষ্টি হয়ে এল সকরুণ, বাষ্পাকুল—
বলতে লাগল—

মরি গো মরি,
তোমার বাঁশীর সুর
কে নিল হরি'।
আজও আকুল অলি
পড়ে মুকুলে ঢলি
শিমুল, পলাশ, জবা খেলিছে হোলি
ওই কানন ভরি।

ঝর্ণা নামিয়া আসে
উপল পথে
বসন্ত আসে তার
কুসুম-রথে
সুর মহোৎসবে
ওই মেতেছে সবে
তোমারই বাঁশিটি শুধু বেসুরা রবে?
আমি দেখি কি করি!

রাখালেরা মাঠে মাঠে
করিছে খেলা
বধূরা চলেছে ঘাটে
সাঁঝের বেলা
ওগো আনত আঁখে
সেই কলস কাঁখে
সেই ঝুম্‌কো-লতার শোভা পথের বাকে—
তাতে কি মঞ্জরী।

সন্ধ্যা ঘিরিয়া আজও
আঁধার নামে
জ্যোস্না তমালতলে
থমকি থামে
ওগো পুরানো মোহে
আজও কি সমারোহে
চাহিছে পরস্পরে প্রণয়ী দোঁহে
সারা হৃদয় ভরি।
মরি গো মরি,
তোমার বাঁশীর সুর
কে নিল হরি'।

সমস্ত অন্তর উৎসারিত হয়ে উঠল আমার,
রোমাঞ্চিত হলাম।
তপস্যা-লোলুপ বিবেক বলতে লাগল দৃঢ়স্বরে—
'না ; নিজেকে হারিয়ে ফেললে চলবে না !
অপ্সরীর আবির্ভাব তো হবেই।
এই তো পরীক্ষা !
যুগে যুগে এই রকম হয়ে এসেছে।'

নিজেকে যথাসম্ভব সংযত ক'রে বললাম—
'তোমার সেবা তো বহুকাল করেছি, দেবি,
এবার ছুটি দাও।
সীমার পূজারী ছিলাম
এবার অসীম আমায় ডাক দিয়েছে
বিদায় চাই।
তার মুখখানি সহসা গম্ভীর হয়ে এল
নয়ন-পল্লবে নেমে এল মেঘ-মেদুর বর্ষার নিবিড় শোভা
প্রশান্ত, সজল-স্নিগ্ধ।
জলদ-গম্ভীর স্বরে সে বলে উঠল—

বিদায়ের ছলে তুমি সঙ্গীতেরে করিবে লঙ্ঘন ?
পার কি লঙ্ঘিতে ?
অনবদ্য কণ্ঠে তব শেষ সুধা কর গো বণ্টন
অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে !
অন্তিম কাকলী-ছন্দে কাব্য-কুঞ্জ উঠুক মুঞ্জরি
আসন্ন বিচ্ছেদ-শোকে অলিকুল কাঁদুক গুঞ্জরি
কবিতা সুন্দরী
ছন্দোময় ক্রন্দনেতে আকুলিয়া তুলুক অম্বর
গম্ভীর শোকের ছন্দে পূর্ণ হোক সবার অন্তর
বিচিত্র সঙ্গীতে !

তারপর হঠাৎ তার আঁখিপল্লব থেকে
ঝর ঝর ক'রে ঝ'রে পড়ল —একরাশি মুক্তা।
অশ্রু বিন্দুর মালা।
অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম আমি !
কাঁদছে ?
হাঁ, কাঁদছেই তো !

জিজ্ঞাসা করলাম—'কাঁদছ তুমি ?'
নির্ব্বাক হয়ে বসে রইল সে।
আমি দেখতে লাগলাম—
তার অশ্রুর বিন্দুগুলি অপূর্ব্ব ধারায়
ঝর্ণা হয়ে বয়ে চলেছে।
ঝর্ণা ক্রমশ হ'ল নদী
নদী—মহানদী—
শেষে দেখি বিশাল সমুদ্র
অতল—অগাধ—অপার,
অশ্রু-সাগর।
সেই অশ্রু-সাগরের বেলাভূমিতে একা বসে আছি ;
আর কেউ নেই !
সেই মায়াবিনী কোথা ?
কোথা গেল সে ?
দেখতে দেখতে সেই অশ্রু-সাগরে একটি দ্বীপ জাগল
অদ্ভুত সে আবির্ভাব।
সর্ব্বাঙ্গে তার মরকত-দ্যুতি
অপূর্ব্ব শ্যামলশ্রী
চতুর্দ্দিকে চন্দনের বন
পুষ্পভারনম্র লতাকুঞ্জ
স্বর্ণ-কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত।
হঠাৎ চন্দনের বন থেকে বেরিয়ে এল সে।
লীলায়িত তার দেহলতাখানি
নৃত্যমুখর হয়ে উঠেছে তার চরণের নূপুরগুলি
পীবর বক্ষের কাঁচুলিতে লাগছে যৌবনের তরঙ্গ-ভঙ্গ,
আবেশমুগ্ধ নয়নভঙ্গিমা,

নীল ওড়নাখানি দখিন হাওয়ায় দুলছে।
নৃত্যচটুল শিঞ্জিনীতে অপূর্ব্ব ছন্দে বাজতে লাগল

চন্দন গন্ধ ঘন
কল্পনা কোথা হতে বহিয়া আনিল রে
চঞ্চল পরাণ মন।
কোন্ স্বপ্ন-কুঞ্জ-তরু-শাখে
আজি উন্মন বিহঙ্গ ডাকে
ও কে অসীম শূন্য ভরি আঁকে
কার ক্রন্দন-ছন্দ, শোন।
তপ্ত তপন খরতাপে
পুষ্পিতা বল্লরী কাঁপে
চঞ্চল পরাণ মন।
আজি মধু ফাল্গুন মাহে
অন্ধ কামনা কারে চাহে
চঞ্চল পরাণ মন।
কোন্ সার্থক সুন্দর মায়া
আজি অন্তরে লভিছে রে কায়া
ওই অম্বর ভরি আলো-ছায়া
কেন মন্থরে সঞ্চরিছে—
চঞ্চল পরাণ মন।
মোর বিশ্ব নিঃস্ব করি কারে
আজি নন্দিব ছন্দের হারে,
একি অপরূপ আনন্দ ধারে
মম অন্তর সন্তরিছে
চঞ্চল পরাণ মন।

আমি আর পারলাম না,
পারলাম না থাকতে ;

শিরায় শিরায় সুরার স্রোত বইতে লাগল
তপোভঙ্গ হ'ল আমার।
বলে উঠ্‌লাম—

ভেঙেছে ভুল—ভেঙেছে ভুল—কাছেতে এসো সুন্দরী
মুগ্ধ তব সঙ্গীতের ছন্দে যে
চটুল দুটি চরণ ঘিরি পরাণ ফেরে গুঞ্জরি
উতলা অলি পাগল মধু গন্ধে যে!

একসঙ্গে যেন হাজার ঝাড়-লণ্ঠন ভেঙে পড়ল
পাথরের মেঝেতে—
অপূর্ব্ব সে কলহাস্য!
চেয়ে দেখি—কেউ নেই,
সাগর নেই—দ্বীপ নেই—সে নেই।
একা আমি বসে আছি
সামনে কাঠের টেবিল
হাতে ফাউন্‌টেন্‌ পেন
বেকুবের মত!

অবহেলে

গোখ্‌রো, কেউটে, বোড়া, করেৎ
জমিয়ে রেখেছে আসর।
হেলে বেচারা কল্‌কে পায় না কিছুতেই।
শেষে
মনে দুঃখে সে
এমন দেশে গেল—যেখানে সাপ নেই।
অর্থাৎ
‘নিস্তরু পাদপ দেশে’ হাজির হ’ল
হেলে-এরণ্ড !
গিয়েই এক তরুণীর দর্শনলাভ !
লিকলিকে রঙচঙে হেলেকে দেখে
মুগ্ধা তরুণী তার সঙ্গিনীর গা টিপে বললে,
—দেখ ভাই দেখ !   কি মিষ্টি দেখতে !
বাস্‌—কেল্লা ফতে !
পপুলার হয়ে উঠল হেলে মেয়ে-মহলে।
গোখ্‌রো, কেউটে, বোড়া, করেৎ যদি দেখত হেলের কাণ্ড
মরে যেত লজ্জায়।
পপুলার হেলে সকলের গলায় গলায় ফিরতে লাগল ;
কারণ সে পপুলার হ’ল সাপ-রূপে নয়,
হার-রূপে।

আকাশ-বাণী

রাত্রিকালে নিজের নির্জ্জন কক্ষটিতে কবি বসিয়া আছেন এবং তন্ময় হইয়া উন্মুক্ত দ্বারের পানে চাহিয়া গদ্গদকণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছেন—

ঝুনো হাঁসের পাখার শব্দ,
এঞ্জিনের ধোঁয়া,
মিলের নল,
নরম চুল,
মোহন মেকুর,
কচি টিয়া,
ঝুনো ক্যাপিটালিষ্ট্,
ডিগ্রী,
বিজ্ঞাপন,
পিটুনিয়ার শুকনো পাপড়ি,
জিরাফের বাচ্চা,
রাস্পবেরি রঙের ব্লাউজ,
অল-ইণ্ডিয়া রেডিও,
উপদংশের উপাখ্যান,
"চ'লে যায়, চ'লে যায়, চ'লে আয়
স'রে আসছে, স'রে আসছে, স'রে আসছে—"
এই ধরণের নেকু নেকু কথা ;

মেঘের গুঁড়ো,
কপনির টুকরো,
পাউডারের কৌটোর ঢাকনি,
স্যাণ্ডাল,
নানা রকম জিনিস সাজিয়ে ব'সে আছি ;
রীতিমত নিদিধ্যাসন চলেছে
স্তান্য
নৈতম্বিক
আধরিক,
উৎপাটনও ক'রে রেখেছি নানা রঙের ঘাস
তোমার আশায়।
তুমি আসবে ব'লে
সেজেছি
হাবাগোবা,
খামখেয়ালী অন্যমনস্ক কবি।
চলতি ট্রামের কোণে ব'সে ব'সে
রহস্যময় ভঙ্গিতে চুল্‌কে চলেছি
জান-হয়রান-কারী দদ্রুটিকে।
পিপীলিকা দেখছে গণ্ডারের স্বপ্ন,
বাছুর বাঘের।
সিংহনাদ ছাড়ছে
প্লীহাস্থিত এল. ডি. বডিজ।
বাপের পয়সা
শ্বশুরের প্রভাব
স্ত্রীর কোমর-দোলানি,
হোমরা-চোমরাদের পিঠ-চাপড়ানি,

চকচকে কাগজ,
ভাল ছাপা—
এতগুলি জিনিসের সম্মিলিত চাপে
সরস্বতী পিতৃনাম স্মরণ ক'রে
চ্যাপ্‌টা হয়ে
স্থান দিয়েছেন সাহিত্যিক সমাজে।
এইবার তুমি শুধু এস
সাইকেলে, মোটরে অথবা এরোপ্লেনে,
হেঁটে অথবা হামাগুড়ি দিয়ে,
যেমন ভাবে খুশি তোমার এস।
একটি শুধু অনুরোধ
ঘোড়ার গাড়িতে এস না তুমি।
ত্বটো মদ্দা ঘোড়ায় টেনে আনছে তোমাকে
এ চিন্তাও অসহ্য।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

আয় আয়, ওরে আয় তুই,
দেখে যা কত কি রেখেছি তোর জন্যে !
আয় লক্ষ্মীটি,
আয়, আয়, আয়,
আঃ, আঃ, আঃ,
চ্‌চ্‌, চ্‌চ্‌, চ্‌চ্‌ !

ঝড়ের মত বেগে একটি মোটা মেয়ে প্রবেশ করিল। ভীষণ মোটা, গিনিপিগের মত মুখ, জালার মত দেহ—একটা বিরাট বাঁধাকপি যেন মানবী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। গলার খাঁজে খাঁজে পাউডার জমিয়া আছে। ছোট হাতার ব্লাউজ পরিয়া আছে বলিয়া বগলের খাঁজও দেখা যাইতেছে, সেখানেও পাউডার।

জমকালো লাল রঙের একখানা শাড়ি পরিয়াছে। আসিয়াই অঙ্গভঙ্গি সহকারে নৃত্য সুরু করিয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে গান।—

আমি অরূপাগ্নির অচিন হল্‌কা
কল্পনা-শালে ললিত কল্‌কা
অলক দুলায়ে চপল পলকা
নাচিব রাত্রি দিন।
আমি নাচিব নাচিব নাচিব—
হিল্লোল তুলি সকল অঙ্গে
নট-রাজ-কৃপা যাচিব।
আমি তুলিব তুফান, ভুলিব বিধান,
খুলিব বন্ধ, লভিব বিতান,
ওগো কবি, তুমি তোল গীতি তান,
বাজাও ম্যাণ্ডলিন।
আমি অলক দুলায়ে চপল পলকা
নাচিব রাত্রি দিন।

হতভম্ব কবি নির্ব্বাক হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল। মেয়েটি কিন্তু থামে না, সর্প-নৃত্য, ঝম্প-নৃত্য, নকুল-নৃত্য, বকুল-নৃত্য, হস্তী-নৃত্য, উষ্ট্র-নৃত্য, ওরিয়েণ্টাল-নৃত্য, অক্‌সিডেণ্টাল-নৃত্য, জাভা-নৃত্য, বালী-নৃত্য, পোয়ে-নৃত্য, কথা-কলি-নৃত্য, ব্রতচারী নৃত্য—একে একে নানা রকম নাচ সে নাচিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে কবির ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইতেই তিনি একটি বিড়ি ধরাইলেন এবং উঠিয়া জানালার নিকট গিয়া ধূম-উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। মোটা মেয়েটি ইহা দেখিয়া নাচ থামাইল, তাহার পর কপালের ঘাম মুছিয়া কবির দিকে নিষ্পলক নেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। কয়েক সেকেণ্ড কাটিয়া গেল। তাহার পর সে অকস্মাৎ কোমর বাঁকাইয়া, দুই হাত কবির দিকে প্রসারিত করিয়া নানারূপ মুদ্রা প্রদর্শন করিতে করিতে নাকি সুরে পুনরায় গান গাহিয়া উঠিল—

বিদায় বিদায় বিদায় গো—
চলিনু আপন পথে
চপল চরণ-রথে।
জানি মোরে ল'য়ে লিখিবে কবিতা,
কি লিখিবে জানি, জানি গো সবি তা
পথ ভুলে আমি, এসেছিনু মিতা,
ভুলো না তা কোনমতে।
বিদায় বিদায় বিদায় গো—
চলিনু আপন পথে।

চলিয়া গেল। কবি বিড়িটিতে শেষ টান দিয়া সেটি ফেলিয়া দিলেন এবং আসিয়া স্বস্থানে বসিলেন। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া পুনরায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

হে সুন্দরি,
এ তো তোমার রূপ নয়,
এই বিভীষিকার জন্যেই কি আমার তপস্যা!
কোথায় সেই তুমি,
যে তোমাকে দেখেছি পারিসের সালোনে,
ইটালির গণ্ডোলায়,
ভূস্বর্গের ভাসমান নিকুঞ্জে,
খাদ্য-পানীয়-পুষ্প-পরিবেষ্টিত
বর্ণ-বিচ্ছুরিত
হোটেলের আবেষ্টনীতে,
উপন্যাসে,
কাব্যে,
স্বপ্নে।
রবীন্দ্রনাথ যার কাছে হার মেনেছেন,

কীট্‌স যার ভয়ে ম'রে বেঁচেছেন,
যার প্রত্যাশায়
আদর্শবাদী শেলী
জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ভিজতেন,
ব্রাউনিং দাড়িতে আঙুল চালাতেন,
হাম্‌সুন মাটি কোপাতেন,
টলষ্টয় সাইবেরিয়া দৌড়্‌তেন,
কোথায় সেই তুমি !
নিখুঁত কালি-পোরা দামী ফাউণ্টেন পেন উদ্যত ক'রে
কল্পনা করছি তোমার যে অনবদ্য মাধুরী,
কালিমা-কলঙ্কিত করতে চাইছি যে অকলঙ্কিতাকে,
উপমা-সীমাবদ্ধ করতে চাইছি যে অসীমা শ্রীকে,
বাণী-শৃঙ্খলিতা করতে চাইছি যে অবর্ণনীয়াকে —

সহসা আকাশ-বাণী হইল—

সাবধান সাবধান,
পথভ্রষ্ট হয়েছ।
সত্যিকার কবিতা হয়ে যাচ্ছে—
সাবধান !
অরিজিনালিটি দেখাও,
নতুবা কল্‌কে পাবে না।

সচকিত কবি আকাশের পানে চাহিলেন। তাহার পর রুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় সুরু করিলেন—

হয়তো তাই।
পুরোনো সাবেক চালে তোমায় ডাকছি ব'লে
আসছ না তুমি হয়তো।
পিপুলগাছে ব'সে ব'সে

কাঠবেড়ালির মত ল্যাজ তুলে
ধ্যানী পেচকের দৃষ্টি নিয়ে
আল্‌হাম্‌ব্রার কচুপাতায় শিহরণ তুলে
কুলেণ্ডার আবছায়ায় ব'সে
যূথচারী গর্দ্দভের গিটকিরিদার আবেগে
শুকিয়ে পড়া করমচা-পাতার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে
রক্তগোধিকাপুচ্ছতাড়িত মধুকুপীর লাঞ্ছনা দেখতে দেখতে
টিকিনের বালিশে মাথা রেখে
সামুদ্রিক সর্পের স্বপ্ন দেখতে দেখতে
যদি ডাকাতাম তোমায়
হয়তো তুমি আসতে।
বেশ,
তেমনই ক'রেই ডাকছি তোমায়—
ওগো, এস তুমি,
বিদ্যুৎ-টেলিস্কোপের দোহাই,
ডাইনামিক শামুকের দোহাই,
থরথরর দোহাই,
মাংসপিণ্ডের দোহাই,
চূর্ণ চাঁদের দোহাই,
গর্ভবতী ছুছুন্দরীর দোহাই,
নীল শাড়ি, লাল সায়া, বেগনি ব্লাউজ,
পাঁশুটে পাজামা,
সক্কলের দোহাই—
দয়া কর,
একবার এস তুমি
ডিমের খোলা মাড়িয়ে মাড়িয়ে।

হঠাৎ আর একটি মেয়ে প্রবেশ করিল। এটি লিকলিকে রোগা। হাত পা কাঠিকাঠি, গালের হাড় উঁচু, কপালও উঁচু, গলার সাঁকি দেখা যাইতেছে। ক্ষুধার্ত্ত কোটরগত চক্ষু। চক্ষুতে কাজল, ঠোঁটে রুজ, গালে ক্রীম। দৃশ্যমান সর্ব্ব অঙ্গে পাউডার। পরিধানে হাওয়াই শাড়ি এবং সেইজন্যই বোঝা যাইতেছে যে, একটি নীল জরিদার কাঁচুলি সহযোগে দুইটি ছোট ছোট বালিশ বুকে বাঁধা আছে। বক্ষোদেশ অস্বাভাবিক রকম উন্নত দেখাইতেছে। এ মেয়েটিও আসিয়া নাচগান সুরু করিল।—

আমারি লাগিয়া আহা নিশি কাটালে,
চেটে চেটে ফাটা ঠোঁট আরও ফাটালে !
হে মোর প্রিয়,
মোরে ডাকিয়া নিও
বাদুড়ে চড়িয়া যবে যাবে নাটালে।

চটকে ঘটক করি
মিলন রাতি,
কাটাব তোমারি সাথে
দরদী সাথী।

হে মোর প্রিয়,
মোরে কিনিয়া দিও
কমলা কানাড়ী শাড়ি পোপোকাটালে।

পনসে ঝুলিব দোঁহে
ফানুসী ছাঁদে,
মাকালে নাকাল করি
ফেলিব ফাঁদে।

হে মোর প্রিয়,
চুপি চুপি চলিও
জানাজানি হয়ে যাবে বেশি ঘাঁটালে !
আমারি লাগিয়া আহা নিশি কাটালে !

এই গানটি গাহিতে গাহিতে কাঁকড়ার মত হাত পা নাড়িতে নাড়িতে মেয়েটি ক্রমাগত নাচিতে লাগিল। হঠাৎ কবি ক্ষেপিয়া উঠিলেন। বলিলেন—

চাই না, চাই না, চাই না তোমাকে
তুমি বিষাক্ত,
তুমি লোভী,
তুমি কুৎসিত,
তুমি সাংঘাতিক,
তুমি যাচ্ছেতাই,
তুমি বাজে।

মেয়েটি ভয়ে প্রস্থান করিল। কবি কিন্তু বলিয়া চলিলেন—

আমি চাই উর্ব্বশী, মিনার্ভা, জুনো,
ক্লিওপেট্রা বিয়াত্রিচে।
কোথায় গেল
কুচবরণ কন্যা
মেঘবরণ চুল,
হেনা বকুল চম্পা মালতীর দল,
ফুটফুটে চেহারা
টুকটুকে রঙ
টানা টানা চোখ
চোখের দৃষ্টি
কারো মদির, কারো মধুর, কারো স্বপ্নালু,

মুখের মিষ্টি হাসি
কারো নরম, কারো বক্র, কারো তীক্ষ্ণ,
তন্বী সুঠাম দেহ—
কোথায় তারা ?

পুনরায় আকাশ-বাণী হইল—

তাদের সব ভদ্রঘরে বিয়ে হয়ে গেছে ।
যাদের এখনও হয় নি
শিগগিরই হবে ।
যে দুটি নমুনা পাঠানো হ’ল,
তোমার মত হাবাতের উপযুক্ত
এ ছাড়া বাজারে আর মাল নেই ।

সাংখ্য *

প্রথমেই জানিয়ে দিতে চাই জোর গলায় স্পষ্ট ক'রে,
কপিল-প্রণীত সাংখ্য এটা নয়।
তাতে লজ্জিত হবারও কারণ নেই,
যেহেতু আমি কপিল নই, নকুলেশ।
কপিল মুনি এ সম্বন্ধে কি ব'লে গেছেন,
তাও আমার অজ্ঞাত,
ওসব আলোচনা করবার অবসরই পাই নি জীবনে।
আমার জ্ঞান কৃষিতত্ত্ববিষয়ক,
সে তত্ত্ব আহরণ করতে অবশ্য হলধর হতে হয় নি,

[করতালি]

যেতে হয় নি মাঠে।
যেতে হয়েছিল আমেরিকায়—
ডলার এবং পেট্রোলের দেশে।
ডলারি ধাঁচে, পেট্রোলি কেতায়, বৈদ্যুতিক আবহাওয়ায়
যে কৃষিতত্ত্ব আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি,
তা এ দেশে কাজে লাগল না।

---

* বিখ্যাত কৃষিতত্ত্ববিদ নকুলেশ লস্করের বক্তৃতা।

আপনারা কেউ ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন না সে বিষয়ে,
কৃষিচর্চ্চামূলক চাকরিও জুটল না একটা।
সুতরাং
অকৃষক-সুলভ রীতিতে
সচিত্র বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয় আমাকে
মাঠে, মঞ্চে, কাগজে।
বস্তুত, বর্ত্তমানে এই আমার পেশা।
'মারাঠা জাতির অভ্যুদয়',
'বাংলা সাহিত্যে আদিরস',
'ফুসফুসের বিকার',
'হিলিয়মের প্রক্রিয়া',
নানা বিষয়ে নানা বক্তৃতা করেছি আমি জনতার ফরমাসে।
ঈশ্বর বক্তৃ দিয়েছেন একটা—
বলতে পারি অনর্গল।
আজ ফরমাস এসেছে,
সাংখ্য বিষয়ে বলতে হবে কিছু।
বলব।
কিন্তু প্রথমেই ব'লে রাখছি,
এ বক্তব্য আমারই বক্তব্য ;
কপিলের সঙ্গে যদি কিছু মিল হয়,
ধন্য হবে কপিল।
মিল যদি না হয়,
ধন্য হব আমি।
চিত্রিতও করলাম বক্তব্যকে।
কারণ
অচিত্র কোন কিছু বর্ত্তমান যুগে অচল,

দেশলাই-বাক্স থেকে মহাভারত পর্য্যন্ত
সব সচিত্র হওয়া চাই।

[হাতঘড়ি দেখিলেন]

সংখ্যা থেকেই সাংখ্য।
এবং সে সংখ্যা স্থির নয়।
নিদারুণ অস্থৈর্য্যে
অনিবার্য্য গতিতে সে চলেছে অসংখ্যের পানে।
পাচ্ছে এবং হারাচ্ছে আপনাকে,
দৃষ্ট হচ্ছে অদৃষ্ট,
অদৃষ্ট দৃষ্টির সীমানায় আসছে।
সূক্ষ্ম স্থূলে এবং স্থূল সূক্ষ্মে পরিবর্ত্তিত হয়ে ভাবছে,
পরিণত হলাম।
অবাঙ্‌মানসগোচর বাক্যের সাহায্যে বিজ্ঞাপিত করছেন নিজেকে
আলোর মত স্বচ্ছ যিনি,
মিষ্টিসিজ্‌মের ভান ক'রে তিনি হচ্ছেন বিশিষ্ট।
বাক্যবাগীশ হচ্ছেন গম্ভীর,
লিরিক এপিক,
এক বহু।
একের চেহারা দেখেছেন কখনও ?

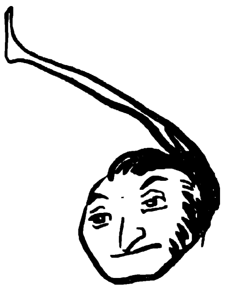

তার নাক মুখ চোখ সব আছে।

সে চেয়ে আছে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের পানে,
সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি তার আশাবাদীর দৃষ্টি।
মুখে হাসি—
অট্ট নয় স্মিত,
আশঙ্কার চেয়ে আশারই আমেজ বেশি তাতে।
একমেবাদ্বিতীয়ম্ ?
হয়তো।
আমার কিন্তু মনে হয়, অদ্বিতীয় হবার সখ নেই ওর।
ওর চোখের দৃষ্টির সে ভাষা নয়।
আপনি দেখেন নি সে দৃষ্টি ?
শোনেন নি সে ভাষা ?
খুবই স্বাভাবিক।
শুনতে চান ?   দেখতে চান ?
ফিট করুন তা হ'লে মাইক্রোফোন কল্পনার কক্লিয়ায়,
লাগান দুরবীন মনশ্চক্ষের রেটিনায়,

[করতালি]

দেখবেন সব সংখ্যাই মূর্ত্তিমান।
দুইকে চেনেন ?
দুই মনে হ'লেই যুগল কিছু একটা ভাবা অভ্যেস হয়ে গেছে।
দুই কিন্তু একক।
নাক,
ভীষণদর্শন নাক একটা।
সেই নাকের পেছনে
ঈষদ্দৃষ্ট ডট-ডট-ডটায়িত যে আভাস,

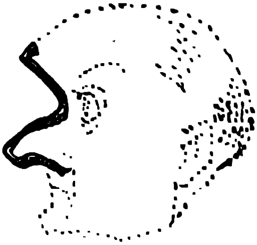

সেই মালিক,
সেই নাচাচ্ছে তুইকে,
অর্থাৎ নাককে।
নাক অবশ্য নানা রকম—
কুঞ্চিত, সন্নত, উদ্যত, অপ্রস্তুত,
কিন্তু সর্ব্বদাই সে নৃত্যপ্রবণ,
এবং নাচাচ্ছে তাকে ওই অদৃশ্য ডট ডট ডট।
লিবিডো বলতে চান তাকে ?
আপত্তি করব না,
কারণ আপত্তি করবার মত মালমশলা নেই হাতের কাছে।
বুঝতে পারছেন না ?

[সভায় কলরব]

ওই আপনাদের লোচন, নয়ন, অক্ষি, চক্ষু—
(বাজে জিনিসটার কি নামাবলীই বানিয়েছেন আপনারা !)
উপড়ে ফেলুন ওটাকে।
তা দিন
মনের ওপর
অন্ধকারে
একমনে।

অঙ্গারপর্ণী

নীরবে
সঙ্গোপনে
কুস্তি করুন
নিজের বাজে সংস্কারগুলোর সঙ্গে।
দেখতে পাবেন অদৃশ্য জগৎ।
হয়তো তা অবর্ণনীয়,
হয়তো অকথ্য,
কিন্তু অনন্যসাধারণ নিশ্চয়ই।

[ঘন ঘন করতালি]

দেখতে পাবেন,
সভ্যতার বেধড়ক চাপে
তিন বেচারা প্রায় বে-ধড়।
মুণ্ড-সম্বল হয়ে বেঁচে আছে খালি।

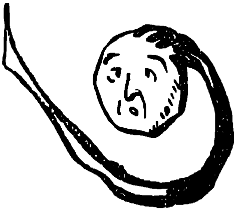

দেহটি লিকলিকে সরু, বাঁকা,
মুণ্ডটিকে ভিড়ের মধ্যে উঁচিয়ে রেখেছে ব'লেই ওর খাতির।
তা না হ'লে অনায়াসে ওটাকে ফেলে দেওয়া চলত
ওয়েষ্ট-পেপার-বাস্কেটে কিম্বা পিঁজরাপোলে।

কিন্তু মুণ্ডধর ব'লে
শুধু যে ও সার্থক তা নয়,
ও অলঙ্কৃত, অহঙ্কৃত, আলিঙ্গিত।

[হিয়ার হিয়ার]

হয়তো অনাগত ভবিষ্যযুগে
দেহহীন মুণ্ড
বিজ্ঞানের যাদুমন্ত্রে
জনতার সমুদ্রে
আপনিই ভেসে থাকতে পারবে।
কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে,
ততদিন উপেক্ষণীয় নয়
ওই লিকলিকে দেহটা।
লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচাটাকে যেমন খাতির করি,
মুণ্ডের খাতিরেও তেমনই সম্মান করতে হবে
মুণ্ডবাহক দেহকে।

[হাতঘড়ি দেখিলেন]

তিনের তিন দিক নয়,
নানা দিক আছে।
ত্রিনয়ন না হয়েও তা দেখতে পাচ্ছি।
আমি শুধু একটা দিক নিয়ে সামান্য কিছু বললাম।
বাকি সংখ্যাগুলোরও নানা দিক আছে ;
প্রত্যেকরই কিন্তু
একটা দিক নিয়ে আলোচনা করব।
কারণ সময়াভাব।

আষ্ঠিকেলে বুড়ো—চার।—

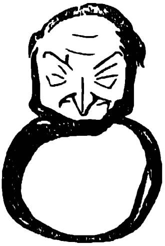

গুটিসুটি, জবুথবু, তালগোল পাকানো, কিম্ভূতকিমাকার।
কিন্তু ভীষণ প্রভাব—
চতুর্ম্মুখে, চতুর্ব্বেদে, চতুর্ব্বর্গে, চতুর্ব্বর্ণে, চতুর্যুগে।

[করতালি]

চতুরঙ্গে চরমে উঠে
চার অধ্যায়ে এলিয়ে পড়েছে,
চার ইয়ারী কথায় ফোড়ন দিয়ে
ঢুঁ মারছে চতুর্থ পক্ষে।
রঙ্গ করছে চৌরঙ্গীতে,
চাপা পড়ছে চৌমাথায়,
মরছে না তবুও।
তালগোল পাকিয়ে টিকে যাচ্ছে ক্রমাগত।
চার্চে, চার্ব্বাকে, (এমন কি চার্জেও)
চারের চার।
তাই সম্ভবত বড় বড় রুই কাতলা গিলেছে টোপ
এবং রূপান্তরিত হয়েছে অবলীলাক্রমে
ঝোলে ঝালে অম্বলে,
কোপ্তা কাবাব কাটলেটে।

[ঘড়ি দেখিলেন]

সাংখ্য

পাঁচের ঐশ্বর্য্যও অতুল

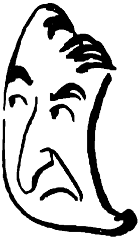

পঞ্চবাণ, পঞ্চমুখ, পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চনদ
পঞ্চকন্যা, পঞ্চভূত, পঞ্চপাণ্ডব।
কিন্তু মুখ ওর প্রসন্ন নয়।
ও যেন ক্রমাগত ভাবছে,
কেন ও এক নয়, দুই নয়, তিন নয়, চার নয়,
কেন ও ছয় নয়, সাত নয়, আট নয়, নয় নয়,
কেন ও পাঁচ ছাড়া আর কিছু নয়!
মুখ বেঁকিয়ে কেবলই ভাবছে তাই।
তাই কি?
হয়তো ও কিছুই ভাবছে না,
ওই ওর রূপ।
কোন ক্রূরমনা গাণিতিকের
বিরক্ত মুহূর্ত্তের সৃষ্টি ও;
কিম্বা হয়তো তাও নয়,
হয়তো ও সুদর্শন,
আমাদেরই দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্কিম।
কিম্বা হয়তো ওটা ওর দুরারোগ্য মৌখিক পক্ষাঘাত।
কিম্বা হয়তো—
আর নয়, থামতে হ'ল।
কিম্বা-দুর্য্যোধনের পরামর্শে

পাঁচ-পাঞ্চালীর বস্ত্রহরণ করতে পারবে না
কোন দার্শনিক-দুঃশাসন।
বিচিত্র-সম্ভাবনা-শ্রীকৃষ্ণ তার সহায়,
ক্রমাগত বেরিয়ে পড়বে নব নব আচ্ছাদন।
পলাণ্ডুকে নগ্ন করতে পেরেছে কেউ কি?
[সভায় পিন-ড্রপ নীরবতা]
সুতরাং পাঁচ-প্রসঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ টেনে
ছয়-প্রসঙ্গে আসতে অনুমতি দিন আমাকে!
[কপালের ঘাম মুছিলেন ও হাতঘড়ি দেখিলেন]
ছয় সংখ্যাটি
আমার ব্যক্তিগত বিক্ষোভে বিক্ষত।

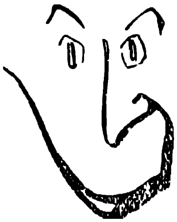

ও আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করে নি,
আমিও করব না।
ওর সম্বন্ধে মধুর কিছু বলতে পারব না।
ষড়ানন অথবা ষড়দর্শনের অবতারণা ক'রে
বাড়াতে পারতাম আমি ছয়ের মাহাত্ম্য,
কিন্তু পারলাম না।
লেখনী রাজি নয়।
ছয় সংখ্যার ওপর কোন রকম রঙ চড়াতে ইচ্ছুক নয় সে
তেরো নয়, ছয় রোল-নম্বর ছিল,
তবু ফেল করেছি ম্যাট্রিক,

সাংখ্য

ষষ্ঠরাশি অর্থাৎ কন্যারাশিতে জন্ম আমার,
জীবন দুর্দ্দশায় কাটছে,
বিয়ে করেছি ছয়ই জ্যৈষ্ঠ,
উৎপাদন করেছি ছয়টি কন্যা,
আমি চাকরি পাই নি,
ছকড়ি পেয়েছে।
সুতরাং যতই না বাহ্যচক্ষু নিমীলন ক'রে
যত আবেগেই না মনের ওপর তা দিই,
ষড়দর্শন, ষড়ঋতু, ষড়ানন, যতই না আবৃত্তি করি,
লেখনী পাদমেকম্ ন গচ্ছতি,
রসনা নীরস হয়ে উঠছে,
কল্পনার মুখে ভ্রূভঙ্গি।
সুতরাং ছয়ের প্রতি সুবিচার করতে পারব না আমি।
আমি ছাড়া পৃথিবীতে আরও সমঝদার লোক আছে—
ওইটুকুই ছয়ের ভরসা,
আমারও।
ছয়ের পরেই সাত,
সুতরাং সাতকেও দেখি ছাতার বাঁটে,
সাপের ফণায়।

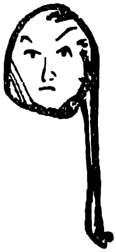

লম্বগ্রীব বৃহন্মুণ্ড ব্যাপার ব'লে মনে হয়

ছয়ের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী,
কিন্তু পাঁচের সঙ্গে মিলে দল পাকায়।—
সপ্তরথীতে ছিল।
সপ্ত সমুদ্র ?
বাজে কথা।
সমুদ্র সংখ্যাতীত, অভৌগোলিক বিস্তৃতি।
সংখ্যা দিয়ে সমুদ্রকে বাঁধতে চায় যে ভৌগোলিক,
সে রাম-ভৌগোলিক।
কিছুদিন পরে সে হয়তো বলবে
কিম্বা বলেছে,
আকাশ একুশটা।
তার মস্তিষ্কে
সাত সাততে ঊনপঞ্চাশের হাওয়া বইছে।
সাত ভাই চম্পা ?
চম্পাকে চিনি,
খুবই মাখামাখি আছে তার সঙ্গে,

[সকলে উদগ্রীব হইযা উঠিলেন]

কেচ্ছাটা তাই চেপে গেলাম,
তা না হ'লে রসকথা শোনাতে পারতাম কিছু।
সপ্তর্ষির কীর্ত্তিও জানি—
বাঙালীর বাচ্ছা আমি,
কিছু অবিদিত নেই আমার।
ব্রহ্মার মানসপুত্র ব'লেই জ্বলজ্বল করছেন,
কেরানির ঘরে জন্মালে ফ্যা ফ্যা করতেন।

দুটি উদরান্নের জন্য
অমন ঢের পুলহ-পুলস্ত্য বশিষ্ঠ-অঙ্গিরার দল
কাছা সামলাতে সামলাতে
কেড্‌স পায়ে দিয়ে
ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে
খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি নিয়ে
গুঁতোগুঁতি করছে
রাধাবাজারে, খেংরাপটিতে, ক্লাইভ ষ্ট্রীটে।
সাতের প্রসঙ্গে সাত কাহন শুনতে পাবেন,
যান যদি কোন কৃত-সপ্তপদী ব্যক্তির কাছে,
অর্থাৎ যার উদ্বাহ সম্পন্ন হয়েছে,
কিন্তু উদ্বন্ধন বাকি।
তবু কিন্তু সাতকে যৎসামান্য শ্রদ্ধা করি এসব সত্ত্বেও,
কারণ ও ছয় নয়।
আটের কথা বলতে বাধছে।
ওকে স্বপ্নে দেখেছি সেদিন।
অদ্ভুত রকম বীভৎস স্বপ্ন।
কোন বিজ্ঞ জ্যোতিষী হয়তো
সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করতে পারবেন এর।
কিন্তু আমি ভাবছি, কি দেখলাম সেদিন ?
অষ্টরম্ভা নয়,
আটটা আর্ত্ত বেরাল-ছানা
পথ হারিয়ে কাঁদছে।
কিন্তু সহসা থেমেও গেল তাদের ক্রন্দন,
দেখতে দেখতে নিঃশেষ হয়ে গেল তারা।
রৌদ্রদগ্ধ আকাশ থেকে

নেমে এল তীক্ষ্ণনখচঞ্চু আটটা শ্যেন,
নিমেষে নিয়ে গেল তাদের ছোঁ মেরে তুলে।
হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।
মনে হ'ল, ফিক ফিক ক'রে কে যেন হাসছে !
ফিরে চেয়ে দেখি, আমার চিরশত্রু ছয়।
ভোল বদলে সিক্স হয়েছে,
হাসছে ফিক ফিক ক'রে।
রাগ হ'ল ভয়ানক,
একটা বাখারি প'ড়ে ছিল কাছে,
দিলাম সেটা ছুঁড়ে,
বিঁধল সেটা গিয়ে সিক্সের বুকে,
চট ক'রে হয়ে গেল বাংলা আট।

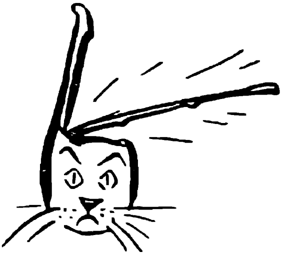

দেখতে দেখতে সিক্সের ভুঁড়িতে গজালো চোখ,
মানুষের নয়, বেরালের।
গজালো গোঁফ,
ফুটে উঠল তীব্র দৃষ্টি,
সিক্তসৃক্কণী মার্জ্জারের শিকার-লোলুপতা।
ভেঙে গেল ঘুম আতঙ্কে।
চোখ বুজেই শুয়ে শুয়ে আর্ত্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম,
ভগবান,

বিংশোত্তরীতে যার রাহুর দশা,
অষ্টোত্তরীতে তার কি ?
ছয়কন্যা-প্রসবিনী সাধ্বী পত্নী ধমক দিয়ে উঠলেন,
মশারিটা ভাল ক'রে গুঁজে দাও ওদিকে।
চোখ খুলে দেখলাম, ছারপোকা মারছেন তিনি বিছানায় ব'সে ব'সে।
গুঁজে দিলাম।
সুতরাং
আটের সম্বন্ধে আমার ধারণাও
ঘোরালো রকম ঘোলাটে।
অষ্টধাতুর আংটি প'রে
অষ্টবসুর ধ্যান করলে পরিষ্কার হবে হয়তো।
হয় যদি,
জানাব আপনাদের।
রসনা আমার অক্লান্ত,
ছাপাখানা অবাধ,
কাগজ কালি কলম জুটবেই।
সুযোগ পেলেই
কথার মিকি-মাউস
বেঁটে হয়ে, চৌকস হয়ে
লীলায়িত হবে ক্রমাগত।
বস্তুত, না হওয়াটাই আশ্চর্য্য এ যুগে।

[হাতঘড়ি দেখিলেন]

অঙ্গারপর্ণী

এইবার, নয়

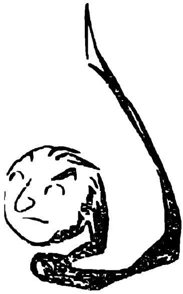

একটা কথা বিস্মৃত হ'লে চলবে না—
নয় 'নয়' নয়।
ও রীতিমত আছে।
অস্বীকার্য্য রকম স্থূল ওর স্থিতি।
তিনই যেন তিরিক্ষে হয়ে দুমড়েছে নিজের দেহটা।
কিন্তু ধারাপাতের বচন ওটা,
আসলে ওর তিরিক্ষে ভাব নয়।
কেমন যেন একটা আড়ি-পাতা ভাব।
ও আড়ি পেতেছে সেই বাসরঘরের বন্ধ দ্বারে,
যেখানে ওর প্রবেশ নিষেধ,
যেখানে ও একটুর জন্যে ঢুকতে পায় নি,
যেখানে চিরন্তন এক মিলেছে শাশ্বত শূন্যে।
লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখছে যুগল-মিলন।
ও যুগল-মিলনটাই দেখছে,
যুগল-বিরহটা দেখতে পাচ্ছে না।

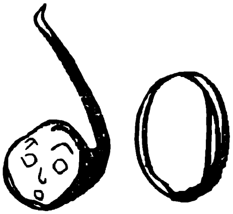

দেখতে পাচ্ছে না যে, চক্ষুষ্মান এক হয়েছে দৃষ্টিহারা
এবং নিশ্চক্ষু শূন্যকে খুঁজছে উলটো দিকে মুখ ক'রে।

[নাটকীয় ভঙ্গিতে Exit। শ্রোতারা কিছুক্ষণ হতভম্ব থাকিয়া সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া করতালি দিলেন]

আধুনিকার পত্র

ইণ্টার-ক্লাসের কামরায় আমি এবং আর একজন রোগাগোছের যুবক পাশাপাশি দুইটি বেঞ্চে শুইয়া ছিলাম। কামরায় আর তৃতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না। সহযাত্রী ভদ্রলোক মুখচোরা প্রকৃতির মানুষ বলিয়া তাঁহার সহিত আলাপ জমাইতে পারি নাই। লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তিনি এলিযট প্রণীত একখানি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন এবং তাঁহার পকেট হইতে 'লিলিপুট' নামক মাসিক পত্রিকাটি উঁকি দিতেছে। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক নামিয়া গিযাছেন। গাড়ির মেঝেতে খামে-মোড়া এই চিঠিখানি পড়িয়া আছে। ঠিকানা এবং চিঠিতে যে নামে সম্বোধন করা ছিল, অপ্রয়োজনবোধে তাহা প্রকাশ করিলাম না। চিঠিখানিতে একটা সার্ব্বজনীনতা আছে বলিয়া তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। মহিলার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

হে কবি,
তোমারই অনুকরণে
আজ তোমাকে সম্বোধন করছি
অমিল কবিতার গদ্যছন্দে।
আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি
এর মিলহীন সাবলীলতা দেখে ;
কিছু বাধে না সত্যি,
কোথাও আটকায় না।
তুমি অতি-আধুনিক কবি।
চমকপ্রদ অতি-আধুনিকতার স্যুট প'রে
একদিন সম্মোহিত করেছিলে আমাকে।

আধুনিক পত্র

প্রথম প্রথম সত্যিই সম্মোহিত হয়েছিলাম,
কিন্তু এখন আর স্বীকার করতে বাধা নেই যে,
বরাবর আমাকে ভোলাতে পার নি তুমি।
শেষাশেষি মুগ্ধ হবার ভান করতাম।
কারণ,
আমার লক্ষ্য ছিল
তোমাকে গেঁথে তোলা।
এই ধীবরবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছিল
নিতান্ত জৈবিক কারণে,
এবং অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়েছিল
নিতান্ত ছন্নছাড়া সমাজে বাস করি ব'লে।

গেঁথে যখন তুললাম,
তখন দেখা গেল,
তুমি হাঙরও নও, কুমীরও নও,
অক্টোপাসও নও, হাইড্রাও নও,
এমন কি রুই-কাতলাও নও,
তুমি সনাতন পুঁটি।
সস্তা সাধারণ বঁড়শির-মুখে-গাঁথা কেঁচোটার
লোভ সামলাতে পার নি,
গপ ক'রে গিলে ফেলেছ।
সফরী যতক্ষণ জলের তলায় ফরফর করছিল,
মস্ত একটা কিছু ভেবেছিলাম তাকে।
বাগাড়ম্বর করছিলে যতদিন দূর থেকে,
স্পন্দিত হৃদয়ে
ততদিন মুগ্ধ হচ্ছিলাম।

জীবনের ক্ষেত্রে মুখোমুখি যেদিন প্রত্যক্ষ করলাম,
সেইদিনই বুঝলাম,
তুমি কবিও নও,
আধুনিকও নও,
এমন কি পুরোপুরি মানুষই নও।
পুরোপুরি মানুষ হ'লে ভাবনা ছিল না,
পুরোপুরি মানুষেরাই
যুগে যুগে বহন করেছে
আধুনিকতার বিজয়-বৈজয়ন্তী।
সে শক্তিমান,
নিজের জোরে চলে,
নিজের জোরে বলে।
গগনস্পর্শী তার ললাট,
বিধানের পর্ব্বত উল্টে দেবার মত তার শক্তি।
মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণবন্ত অমর সে,
নিজেকে জানে।
কাউকে ভয় করে না,
মৃত্যুকেও না।

তেল-চিটচিটে
ক্যাম্প-চেয়ারে ঠেস দিয়ে
ছারপোকার কামড় এবং সস্তা সিগারেট খেতে খেতে
তোমার মতো
ধার-করা আধুনিকতার বুলি যারা কপচায় না,
তাদের প্রতি
ভারী অনুকম্পা তোমার

আধুনিক পত্র

তোমাকে কেউ পোছে না ব'লে
পপুলারিটির প্রতি অসীম তোমার তাচ্ছিল্য।
'চীপ পপুলারিটি' তুমি চাও না—
আঙুরলুব্ধ শেয়ালটার কথা মনে পড়ে।
আগে অনেকবার বলব ভেবেছি,
কিন্তু চক্ষুলজ্জার জন্যে পারি নি ;
এখন বলছি শোন—
পপুলার জিনিসমাত্রেই খেলো নয়।
আগুন, জল, সূর্য্য, চন্দ্র—
এরা সবাই পপুলার।
এরা সনাতন এবং চির-আধুনিক।
প্রতিভাবান লেখকরাও তাই।
তোমার প্রতিভা নেই ব'লেই কদর নেই—
এ কথাটা ভুলো না।

আচ্ছা,
তুমি যে 'আধুনিক' 'আধুনিক' ব'লে
যেখানে সেখানে নিজেকে জাহির ক'রে বেড়াও,
বুঝিয়ে দিতে পার আমায়,
কিসে তুমি 'আধুনিক' ?
কবিতা লেখবার ছুতোয়
কতকগুলো অদ্ভুত কথার সাহায্যে
অর্থহীন হেঁয়ালি-বানানোর নাম আধুনিকতা ?
ন্যাকামি করাটা আধুনিকতা ?
পরের লেখা চুরি করাটা আধুনিকতা ?
তোমাকে অনেকবার বলতে শুনেছি—

চাঁদ, কোকিল, ফুল, মলয়, সন্ধ্যা, উষা,
সাবেককালের এসব জিনিস
আধুনিক কবিতায় অচল।
এই যন্ত্রপ্রধান বিজ্ঞানের যুগে
মোটর, এঞ্জিন,
মিল, রেডিও,
ফোন, সিনেমা,
ইলেক্‌ট্রিসিটি, অ্যামুনিশন,
পিচের গন্ধ,
পেট্রোলের গন্ধ,
ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, ইউবোট, মাইন,
অবচেতন মনের নিগূঢ় নোংরামি,
নানারকম ইজ্‌মের প্যাঁচ—
আধুনিক কবিতার মালমসলা এরাই।
সাহিত্য যখন জীবনের দর্পণ,
তখন এই সব আধুনিক জিনিস
আধুনিক সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হওয়া চাই।
কিন্তু
একটা কথা মনে প'ড়ে ভারী হাসি পাচ্ছে আমার
আমাকে প্রথম যেদিন প্রণয় নিবেদন করেছিলে,
কোন রকম উদ্ভট আধুনিকতা তো লক্ষ্য করি নি।
সাবেক ভাবে,
সাবেক ভাষায়,
সমীরস্নিগ্ধ বাসন্তী-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়
নিতান্ত সেকেলে ধরনেই তো
ব্যক্ত করেছিলে নিজেকে।

আধুনিক পত্র

তোমার আধুনিকতার প্রতীক
বাদুড়, শকুনি,
ফায়ারব্রিগেড,
কাক, ক্যাক্টাস
কিছুই তো আমদানি কর নি সেদিন।
সেদিন তোমার মুখচ্ছবি দেখে
যে উপমাটা মনে হয়েছিল,
তা 'ক্রিস্‌প বিস্‌কিট' নয়,
আস্‌কে পিঠে।

মানলাম না হয়,
আধুনিক কাব্যে আধুনিক জীবনের ছাপ থাকা চাই
কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে,
সে ছাপ দেবার সামর্থ্য তোমার আছে কি ?
তোমার জীবন-দর্পণে
আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি
একান্ত সত্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি ?
আধুনিক বিজ্ঞান তোমার জীবনে
এমন ওতপ্রোতভাবে মিশেছে কি,
যার জোরে
তোমার লেখায় তার প্রভাব
স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারে ?
আধুনিক বিজ্ঞানকে হজম করতে পেরেছ তুমি ?
মিছে কথা।
তোমার
ডাল ভাত কামিজ কাপড় যোটাবার সামর্থ্য নেই,

চাকরির জন্যে
হন্যে কুকুরের মতো
আপিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াও তুমি,
তোমার বাপ মা ভাই বোন
মাসী পিসী খুড়ো জ্যাঠা—
যে সমাজের অন্তস্তলে তোমার মূল,
সেই সমাজ
হাজারো রকম কুসংস্কারের তাড়নায়
হাজারো দরগায় মাথা কুটে বেড়াচ্ছে অহরহ ;
তুমি নিজেও
নির্লজ্জের মত
যখন যে দলে সুবিধে সেই দলে ভিড়ে যাচ্ছ,
তুমি নিজেকে বল আধুনিক ?
তুমি পাড় বিজ্ঞানের দোহাই ?
বিজ্ঞানের সঙ্গে কতটুকু পরিচয় আছে ?
কটা মোটর, ফোন, রেডিও আছে তোমার ?
কটা যন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখ ?
তুমি
আবিষ্কারকও নও,
মালিকও নও।
তুমি বড় জোর কোন কারখানার কেরানি হতে পার
রেডিও, টেলিফোন, ইলেক্‌ট্রিসিটি
ব্যবহার কর হয়তো,
কিন্তু ওসব তোমার জীবনের বহিরঙ্গ।
না থাকলেও তোমার জীবন অচল হয় না,
যেমন হয় ওদের দেশে।

ওদের দেশে
জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞান একান্তভাবে অঙ্গীভূত,
ওদের আধুনিক কবিতায় তাই এসবের উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী।
ওরা যুদ্ধ করেছে,
যুদ্ধে মরেছে।
যন্ত্র-দানবের সঙ্গে ওদের সত্যিকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে।
তাই ওদেশের আধুনিক কবিতায়
যন্ত্রসভ্যতার ছাপ সাজে।
তাই ব'লে তোমার কবিতাতেও সাজবে ?
ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, ইউবোট, জেপেলিন
কটা দেখেছ তুমি ?
পটকার আওয়াজ শুনলে হৃৎকম্প হয় তোমার।
ফাসিজ্‌ম্‌, নাৎসিজ্‌ম্‌, কমিউনিজ্‌ম্‌,
সমস্তই তো তোমার ধার-করা বুলি—
তোতা-ইজ্‌ম্‌!
তোমার জীবনের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কি ?
তোমার বাপ-পিতামহরা যেমন আওড়াতেন
মনু, পরাশর, রঘুনন্দন,
তুমিও তেমনই আওড়াচ্ছ
লেনিন, হিট্‌লার, এলিয়ট, এজ্‌রা পাউণ্ড।
যাদের জীবনের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক,
তারা এসব নিয়ে কবিতা লিখুক ;
তাদের লেখনীতে এসব মানাবে।
কিন্তু তুমি—
চচ্চড়ি-খেকো মাদুলি-বাঁধা জাত-কেরানি তুমি,
তুমি এসব লিখতে গিয়ে

হাস্যাস্পদ হও কেন ?
সচেতন মনের সবখানি খবর রাখতে পার না,
অবচেতন মনের ডেঁপোমি করতে যাও কোন্ সাহসে ?

অবৈধ প্রণয় নিয়ে মাতামাতি করাটাও
একটা আধুনিক ফ্যাশান।
আধুনিকরা চাঁদ ফুল মলয়ের মত
এটাকেও ত্যাগ করে না কেন, বুঝি না।
প্রণয় ব্যাপারে পরকীয়া তত্ত্বটা তো সেকেলে জিনিস,
সব দেশেই চিরকাল আছে।
এদেশে আরও বেশি ক'রে আছে,
তার কারণ
এখানে এখনও
কুল গোত্র কুষ্ঠি মিলিয়ে,
রূপের পরীক্ষা নিয়ে,
পণের টাকা বাজিয়ে বিয়ে হওয়াটাই সনাতন নিয়ম।
এদেশে অবৈধ প্রণয় তো অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া,
অতিশয় স্বাভাবিক।
এ প্রতিক্রিয়ার ফলে কিন্তু হচ্ছে কি ?
আর যাই হোক,
সমাজ সংস্কৃত হচ্ছে না।
লেক ভ'রে উঠল।
আর ভ'রে উঠল খবরের কাগজের পাতা—
আফিঙ, কেরোসিন, গুণ্ডা, গলায় দড়ি।
এসব কাহিনীর অন্তর্নিহিত মর্ম্মন্তুদ সত্যটা না এঁকে
যে ধরণের সৌখিন ফানুস-মার্কা

আধুনিক পত্র

অবৈধ প্রণয়ের ছবি এঁকেছ তুমি,
তা পড়লে হাসি পায়।
ইসাডোরা ডান্‌কান এখনও জন্মায় নি এ দেশে ;
খেঁদি-বুঁচি-বগি-বিন্দিরই মেলা এখানে এখনও।
রেসারেক্‌শন লেখবার যোগ্যতাই বা আছে কজনার ?
জীবন দিয়ে এসব যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হয়।
কটা অবৈধ প্রণয় করবার তাকত রাখ তুমি ?
আমার মতো
অতি সাধারণ একটা মেয়ের সঙ্গে
আলতো আলতো ভাবে প্রণয় করতে গিয়েই তো
কাত হয়ে পড়েছ।
এদিক ওদিক চাইতে চাইতে
লুকিয়ে চুরিয়ে
প্রেমের ছুতোয় মেয়েদের অপমান করে
যে ভীরু নপুংসকের দল,
হঠাৎ সেদিন আবিষ্কার করলাম,
তুমিও তাদের একজন।
একটা কথা শুনে রাখ,
মেয়েদের যারা সম্মান করতে জানে না,
তারা কখনও মেয়েদের প্রেমাস্পদ হতে পারে না,
তারা মানুষ নয়—পশু।
পশুর লালসা গর্ব্বের জিনিস নয়।

আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘিনঘিন করছে।
ছি ছি ছি ছি—

তুমি কবি,
তুমি আধুনিক,
যে দেশের আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে
অলিতে-গলিতে
তোমার মত আধুনিক গিজগিজ করছে,
সে দেশের মেয়েরা
সত্যিই হতভাগিনী।
মৃত্যুই তাদের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা।

ভয় নেই,
আত্মহত্যা করব না।
ওসব নাটুকেপনা করবার মতো
আত্মবিস্মৃতি নেই আমার।
সামান্য পুঁটিমাছ ঘেঁটে
হাতে যে আঁশটে গন্ধ হয়েছে,
সাবান দিলেই তা উঠে যাবে।
তোমাকে এ চিঠি লিখছি,
হে অতি-আধুনিক কবি,
তোমাকে জানিয়ে দেবার জন্যে স্পষ্ট ক'রে যে,
তোমার স্বরূপ চিনেছি আমি।
মিনতি করছি,
আধুনিক কথাটাকে কলঙ্কিত ক'র না আর।
সব আধুনিক কবিদের চিনি না আমি,
সুতরাং
সকলকে ধিক্কার দেওয়ার অধিকার নেই আমার।
যদি তাঁদের মধ্যে কোন খাঁটি আধুনিক থাকেন,

জ্যোতির্ম্ময় সবিতার মতো একদিন না একদিন
তাঁর প্রদীপ্ত আবির্ভাব ঘটবেই।
তিনি ভুল করতে পারেন,
ভণ্ডামি করবেন না।
কথার ফুলঝুরি কেটে নয়,
জীবন জ্বালিয়ে আধুনিকতার আলোকোৎসব করবেন তিনি,
যেমন করেছিলেন
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
কিন্তু তোমাকে চিনেছি আমি,
তোমার মেকি আধুনিকতার ভেলকি দেখিয়ে
আর ভোলাতে পারবে না আমাকে।
শুধু আমাকে কেন,
কাউকেই পারবে না।
এটা নিঃসন্দেহে বুঝেছি,
তুমি কবিতা লেখ
কবি ব'লে নয়,
বেকার ব'লে।
আধুনিকতার ছদ্মবেশে
সস্তা কৃতিত্ব অর্জ্জন করতে চাও,
বিদেশী লেখকদের ব্যর্থ অনুকরণকারী
নকলনবিস তুমি।
কাছাকে দ্বিধাবিভক্ত ক'রে
কাবুলী স্যাণ্ডাল পায়ে দিলেই
যদি শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ কাবুলী হওয়া যেত,
তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি !
তোমার ওই বাক্যের খিচুড়ির মধ্যে

যে ক্ষোভ মূর্ত্ত হয়ে ওঠে,
তা আদর্শবাদীর আকুলতা নয়,
তা পরশ্রীকাতরতার কুৎসিত কাতরানি।
ভাল একটা চাকরি জুটলেই সব থেমে যাবে।
তেল ও তুলি নিয়ে
সেই চেষ্টাই কর।
আমার কাছে আর এস না,
মুখদর্শন করতে চাই না তোমার।

পরশুরামের শেষ উক্তি—

(একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবার পর)

অনেক কিছু বলছিস তো,—দেখছি এবং যাচ্ছি সবই শুনে—
হাত পা নেড়ে নানান চালে অঙ্গভঙ্গি করিস নানান রকম,
কিচ্ছু তবু বলব নাকো, বাণগুলি সব রাখছি পুরে তূণে,
আর যা করি আঘাত হেনে করব নাকো আর পোকাদের জখম,
কুঠার দিয়ে মাছি কিম্বা গদাঘাতে মারি না মৎকুণে,
যত ইচ্ছে ঘুরে ফিরে যতই খুশি করে যা বক্‌বকম !

যুদ্ধ ক'রে করব খাতির রণাঙ্গণে কই সে মহারথী ?
অস্ত্র হবে সম্মানিত—অস্ত্রী হবে ধন্য যারে হেনে,
লম্ফঝম্প যতই না কর,—জানি আমি জীর্ণ তোরা অতি,
হাড়গুলো সব গোনা যাবে পাঞ্জাবিটা ফেললে খুলে টেনে,
একটি চড়ে মৃত্যু হবে,—তোদের তাতে হবে তো সদ্গতি –
আমি কিন্তু কি আক্কেলে আঘাত করি সকল কথা জেনে !

আগে আগে চ'টে যেতাম, অনেক ঠেকে শিখেছি ভাই আমি,
তোদের পিঠের চেয়ে আমার জুতো জোড়া অনেক বেশি দামী।

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক

কিছুক্ষণ

'কিছুক্ষণ' পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"সাবাস! তোমার 'কিছুক্ষণ' খুবই ভালো লাগ্‌ল। উল্টে পড়া রেলগাড়ী যে অসংলগ্ন জনতা বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে তার মধ্য থেকে তুমি যথেষ্ট রস আদায় করে নিয়েছে। এর মধ্যে ঝাঁজ আছে কম নয়, সেটা যে কেবল স্বাদের পক্ষে ভালো তা নয় পথ্যও বটে।" দাম দেড় টাকা।

মানুষের জীবনে 'কিছুক্ষণে'র মূল্য কম নয়। ছোট ছোট জীবনের টুকরা যাহা পথে, মাঠে, ঘাটে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই মধ্যে মানুষের স্বভাব, মানুষের মন, মানুষের আশা-নিরাশা কামনা বাসনার অনেকখানি পরিচয় লাভ হয়। —যুগান্তর

বনফুলের গল্প

ইহার মধ্যে যেমন কোন বাজে কথা নাই, অনাবশ্যক হাস্যোদ্রেকের চেষ্টা নাই— তেমনই সংযম ও সৌন্দর্য্যের মিশ্রণে গল্পগুলি দস্তুরমত জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। দাম দেড় টাকা।

বনফুলের কবিতা

শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ—দাম দুই টাকা

তৃণখণ্ড

উপন্যাস—দাম এক টাকা

দ্বৈরথ

'বনফুল' লেখকের নানা জাতীয় রচনা পড়িয়া অনেক সময়ে আমরা আনন্দ পাইয়াছি। ছোট ছোট রেখাচিত্র রচনা করিয়া তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। দাম দুই টাকা

—যুগান্তর

বনফুলের আরও গল্প

নূতন নূতন গল্পের একত্র সমাবেশ
দাম দেড় টাকা

বৈতরণী তীরে

যে সব নরনারী আত্মহত্যা করিয়াছেন তাঁহাদের প্রেতাত্মাগণের সহিত শব-ব্যবচ্ছেদ-কারী ডাক্তারের গভীর নিশীথে কথোপকথন এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ইহাতে ক্যালেণ্ডারের ছবি, আকাশের চাঁদ ও আলোকলুব্ধ পতঙ্গ পর্য্যন্ত বিচিত্র কল্পনালীলায় লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা

নূতন সামাজিক নাটক

মন্ত্রমুগ্ধ

তাঁহার উপন্যাস হইতেও সরস, সখের দলের
অভিনয় উপযোগী

দাম—এক টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা